ত্রিংশবর্ষ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা আলো জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৮

আলো ত্রিংশ বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

মনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রণব দত্ত, অলোক গুপ্ত, অরিন্দম বক্সী, অজিত দত্ত,
বিশ্বজিৎ মাইতি, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১
২. পরিস্থিতি ও আমাদের ইতিকর্তব্য. চঞ্চল সমাজদার ৪
৩. ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত. মনোরঞ্জন চৌধুরী ৯
৪. NRC-একটি বাস্তবতা কৃশানু দেব ১৩
৫. 'হামি কচ্ছু জানে না' অরিন্দম বক্সী ১৭
৬. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা (রিপোর্টার্জ) ২৩
৭. সমিতিগত তৎপরতা ২৮
৮. বৃত্তিগত-প্রসঙ্গ ৩১
৯. জেলা-সংবাদ ৪১
১০. স্মরণ ৪২

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

কালচেতনায় ঋদ্ধ ব্যতিক্রমী চিত্রকর **দেবব্রত মুখোপাধ্যায়** (১৯১৮-১৯৯১) শতবর্ষে পদার্পণ করেছেন গত ডিসেম্বর মাসে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতিবাদী আবেগ তাঁর শৈলীর মধ্যে আত্মস্থ হয়েছিল। কালজয়ী এই শিল্পীর দুটি ছবি এই সংখ্যার প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠ-প্রচ্ছদরূপে মুদ্রিত করে শিল্পীর জন্মশতবর্ষে নিবেদিত হল তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।

সম্পাদকীয়

'এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি—'

দীর্ঘ বিলম্বের পর তিনটি সংখ্যাকে একত্রীকৃত করে 'আলো'-র বর্তমান সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হতে চলেছে, সেই সময় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সাধারণতন্ত্র 'সারে জাঁহাসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা...' -র লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় সম্পূর্ণ, নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষায় আর একবার অংশগ্রহণ করবেন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের নাগরিক। এরই মধ্যে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ৪০ জন বীর জওয়ানের নিধন এবং তাকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর সঙ্গত আবেগ ও ক্ষোভকে সুকৌশলে বিভিন্ন রাজনৈতিক খাতে প্রাবহিত করানোর চেষ্টা আসন্ন ভোটযুদ্ধেও যে নানাভাবে ছায়াপাত করবে সে কথাও সহজেই অনুমান করা যায়। কোন সন্দেহ নেই—দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত রাখতে যেসব

জওয়ানরা অতন্দ্র প্রহরীর মত সদাজাগরূক, তাঁদের উপর দেশ বা দেশের বাইরে থেকে যে কোন ধরণের আক্রমণই আসুক না কেন দেশবাসী হিসেবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সক্রিয় হওয়া কিন্তু সেই পবিত্র কর্তব্য যদি কোন হীন প্ররোচনায় বিপথচালিত হয়, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত হয় তবে সেই দুঃসময়ে মেকি দেশভক্তদের মুখোশ খোলার দায়িত্ব-ও সচেতন নাগরকিদেরই গ্রহণ করতে হবে। ‘দেশাত্মবোধ’ অন্ধ জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাত্যাভিমানের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হলে আখেরে লোকসান দেশের জনগণের, ‘জুমলা’-র ঘনঘটায় তাকে আড়াল করা যায় না।

আবর্তসংকুল পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী তাঁদের মতদান করবেন পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রশ্নকে সামনে রেখে। কী প্রত্যাশা থাকবে তাঁদের সেই সরকারটির কাছে? কোন্ কোন্ ইস্যু আলোড়িত করবে তাঁদের মনোজগৎকে—কোন্ পথে আগামী দিনে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আঁকা থাকবে তাঁদের চোখে? কোন্ নীতি এবং কর্মসূচীর প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করবেন নির্বাচকমণ্ডলী, সংকট ও সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যন্ত্রণার উপশম চাইবেন কোন্ পথে?—তরুণ প্রজন্ম কোন্ ভারতবর্ষকে বেছে নেবেন প্রগতির যাত্রাপথে এগিয়ে চলার জন্য?

উত্তর খুঁজছেন দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। কৃষকসমাজ আক্রান্ত, নয়া-উদারবাদী নীতির আগ্রাসী রূপায়ণের ফলস্বরূপ দেশের কৃষিব্যবস্থাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কৃষিসংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। চাষের খরচ বেড়েছে অথচ কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এফ সি আইকে অকেজো করে তার বেসরকারিকরণ হয়েছে দ্রুতগতিতে। কর্পোরেট ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কৃষিঋণের সিংহভাগই নিয়েছে আর কৃষক আত্মহত্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। দেশে বর্তমানে খেতমজুরের সংখ্যা ৩৩ কোটি ও অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ কোটি। সর্বব্যাপ্ত আক্রমণের পটভূমিতে সবথেকে বেশি আক্রান্ত এই অংশের মানুষজন। কিছুদিন আগে প্রকাশিত ‘অক্সফ্যাম’-এর একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে—দেশের সবচেয়ে ধনী এক শতাংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট সম্পদের ৫১.৫৩ শতাংশের মালিকানা। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যার নিচের ৬০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জাতীয় সম্পদের মাত্র ৪.৮ শতাংশ। বিলিওনিয়ারদের সম্পত্তি প্রতিদিন ২,২২০ কোটি টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে, সব থেকে ধনী এক শতাংশের সম্পদের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩৯ শতাংশ, অন্যদিকে জনসংখ্যার সবথেকে দরিদ্র ৫০ শতাংশ জনগণের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র তিন শতাংশ। এই অংশের জনগণের মোট সম্পদ মাত্র ৯ জন ‘শতকোটি ডলারপতি’র সম্পদের সমান। ভারত সরকার নিযুক্ত স্বামীনাথন কমিশন-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১১.২৪ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোন জমি নেই। ৪০.১১ শতাংশের জমি এক একর পর্যন্ত, যা মোট জমির মাত্র ৩.৮ শতাংশ। অন্যদিকে মোট জমির ২৬.৬৭ শতাংশ জমি রয়েছে মাত্র ২.২৬ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে। আয় ও সম্পদের এই নিদারুণ বৈষম্যের প্রেক্ষিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার দুর্নিবার গতি। ক্রমবর্ধমান এই বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উৎপাদন ব্যয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। বিগত তিন দশকে উৎপাদনে নতুন যুক্ত মূল্যে মালিকের মুনাফার অংশ যেমন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তেমন অন্যদিকে মূল্যে মালিকের মুনাফার অংশ যেমন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তেমন অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরির অংশ হ্রাস পেয়ে চলেছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তি এবং সরকারকে ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অনৈতিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার পথ প্রশস্ততর হয়েছে, যেমন: কর ফাঁকি, বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলিকে বিপুল পরিমাণ কর ছাড়ের বন্দোবস্ত করে দেওয়া প্রভৃতি। ‘ধান্দার ধনতন্ত্র’ ব্যাপক মাত্রায় প্রসারলাভ করেছে। ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ না করা, জলের দরে রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থার

শেয়ার ক্রয়, জল-জঙ্গল-জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ জবরদখল করা, শেয়ার বাজারের কারচুপি প্রভৃতির মাধ্যমে এক লুটের রাজত্ব চলছে—যা' সংকট সৃষ্টি করছে মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রায়।

কর্পোরেট মিডিয়া-হাউস তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে যতই আড়াল করার চেষ্টা করুক এই সর্বনাশা পরিস্থিতির, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঢেউ মানুষ-মারা এই নীতির পরিবর্তনে বারেবারে উত্তাল হয়েছে। বিগত ৮ ও ৯ই জানুয়ারি '২০১৮ দুদিন ব্যাপী সর্বভারতীয় ধর্মঘট-এ অংশগ্রহণ করেছেন দেশব্যাপী প্রায় ২০ কোটি শ্রমজীবী জনগণ। মহারাষ্ট্রে কৃষকদের 'লং-মার্চ', ৯ই আগস্ট '১৮ জেলভরো আন্দোলনে দেশের ৩৯৪টি জেলায় ৬০০টি স্থানে পাঁচ লক্ষের অধিক কৃষক ও শ্রমিকের অংশগ্রহণ, ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রায় দুলক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে 'কিষাণ সংঘর্ষ র‍্যালি', ২৮-৩০শে নভেম্বর হাজার হাজার কৃষক জমায়েতের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত 'কিষাণ মুক্তি পদযাত্রা', এই রাজ্যসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের দাবী-দাওয়া ও অধিকারের প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠীর সর্বাত্মক বাধাদানকে প্রতিহত করে প্রতিবাদী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলন সংগঠিত করা—শোষণ, লুণ্ঠন ও অধিকার হরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলে 'নীতি-অভিমুখ' পরিবর্তনের লড়াইকে শাণিত করার দুর্বার আহ্বান বিঘোষিত করেছে।

জাতপাত, ধর্ম, পরিচিতি সত্তার মেকি বিভাজনের রাজনীতিকে উস্‌কে দিয়ে জীবন-জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করার এই লড়াইকে যারা হীনবল করতে চায় তাদের স্বরূপকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেই আগামীদিনের লড়াই-আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পই জনাদেশের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশেই প্রতিধ্বনিত হবে। আমাদের রাজ্যেও লড়াইয়ের ময়দানে থাকা মানুষজন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই শত্রুমিত্রকে সঠিকভাবে চিনে নিয়ে তাঁদের মতদান করবেন এবং সমস্ত 'মেকি' লড়াইয়ের অন্তঃসারশূন্যতাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে 'নেতা' নয় 'নীতি'-র ভিত্তিতে বেছে নেবেন তাঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে—এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকেই স্মরণ করি কবির এই আহ্বান—

"এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি—
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়।।
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।।"

পরিস্থিতি ও আমাদের ইতিকর্তব্য

চঞ্চল সমাজদার

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সরকারি কর্মচারী তথা আমাদের ক্যাডারের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, দাবীদাওয়া, লড়াই-আন্দোলন ও করণীয় প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা জন্যই এই লেখার অবতারণা। আমার ধারণা সদস্যবন্ধুগণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন আছেন। তথাপি বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যখন প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে, লাগাতার কুৎসা-অপপ্রচার চলছে, সর্বোপরি প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে 'সত্যের নির্মাণ' (Post-truth) ঘটানো হচ্ছে তখন বারংবার প্রকৃত তথ্যকে সামনে এনে তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সদস্যবন্ধু তথা সমগ্র ক্যাডারের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরী কর্তব্য বলেই মনে করি। আশা করি আপনারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

প্রথমেই বলবো আমাদের ক্যাডারে প্রথম সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটার পর থেকে আজ অবধি কালপর্বকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ১৯৮৭ সালের পূর্ববর্তী সময় (এখানে উল্লেখ্য) আমাদের প্রিয় সংগঠন 'আলো'-র জন্ম ২৩শে মে, ১৯৮৭), (২) ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১১ সাল ও (৩) ২০১১ সালের পরবর্তী সময়কাল। আমাদের প্রিয় সমিতির জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি আমরা প্রায় ৩২ বৎসর অতিক্রম করেছি। এখানে আরো একটি কালপর্বের কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। সেটি হল ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল অবধি আমাদের রাজ্যে নিয়োগকর্তা ছিলেন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার আর ২০১১র পরবর্তী সময় থেকে নিয়োগকর্তা আছেন বর্তমান সরকার। আমাদের প্রিয় সমিতির জন্মলগ্নেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম সে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকার যে সমস্ত নীতি প্রণয়ন করবেন তা রূপায়ণ করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। অপরদিকে জনবিরোধী এবং কর্মচারীবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা সংগঠনগতভাবে আমাদের প্রতিবাদ জারী রাখবো। পূর্বের ন্যায় আজও আমরা একইভাবে ঐ লক্ষ্যে অবিচল আছি।

আমাদের ক্যাডারগত দাবীদাওয়া অর্জনের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রেই যে কথাটা মনে রাখতে হবে তা হলো আজ পর্যন্ত অর্জিত সমস্ত দাবীদাওয়া অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ 'আলো' সংগঠনের জন্মের পরবর্তী সময়ে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে। ১৯৮৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত সমিতির কালপর্বে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগকর্তা হিসাবে থাকা সত্ত্বেও ক্যাডারের একটিও দাবীদাওয়া আদায় হয়নি। আবার ২০১১ সালের পরবর্তী সময়েও ক্যাডারের কোনও দাবীদাওয়া অর্জিত হয়নি উপরন্তু WBCS (Exe)-যাওয়ার quota curtail করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে R.O. এবং SRO-II দের Promotion ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সংগঠন তৈরি করার পর থেকে আজ অবধি দাবীদাওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নের ভূমিকা পালন করেছি কোনো জাদুমন্ত্রে নয়। আমরা সবসময়ই মনে করেছি দাবীদাওয়া অর্জনের মূলমন্ত্র হল বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত দাবীসনদ রচনা করা, সেই দাবীসনদ নিয়ে সদস্যদের সচেতন করে দাবী অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা এবং নিয়োগকর্তার ইচ্ছা। এই তিনের মেলবন্ধন না ঘটলে দাবী অর্জন সম্ভব নয়। দাবীদাওয়া অর্জনের যে সময়কাল আমি উপরে উল্লেখ করেছি তা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে দাবী অর্জনের পন্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক।

দাবীদাওয়া অর্জনের পথে আরো একটি বিষয়কে আমরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছি। তা হল দাবীসনদ

রচনার মূল ভিত্তি হবে R.O., SRO-II ও SRO-I এই তিনটি ক্যাডারের ঐক্য এবং অর্জিত অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব না হওয়া। আর একটি বিষয় আমরা বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে এসেছি তা হল Base Cadre অর্থাৎ R.O. দের উন্নতি বা Scale upliftment কে Priority দেওয়া। খুব সরল সমীকরণ করলেও এটা সহজেই অনুমেয় যে Base Cardre-এর Scale uplift হতে বাধ্য। এই নীতিতে ভর করেই আমরা বিগতদিনে সাফল্য পেয়েছি এবং আজ যিনি WBSLRS Gr-I হিসাবে (14 নং Scale-এ) চাকুরীতে প্রবেশ করছেন তিনি যদি কোনো Functional promotion নাও পান তাহলে MCAS-র দৌলতে তিনি 17নং Scale এ পৌঁছতে পারবেন। Base cadreকে সর্বাগ্রে উন্নতি ঘটানোর যে কৌশল তার সাফল্য এখানেই। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে বিগত ৫ম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। তার পূর্বে ক্যাডারগত দাবীদাওয়া নিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে সদস্যরা এবং ক্যাডারের প্রায় সমস্ত অংশের মানুষই উত্তাল হয়ে উঠেছিল। মূলত R.O. দের জন্য 12 থেকে 14নং Scale প্রাপ্তির দাবীতে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল WBSLRS-কে 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতন প্রদান করতে হবে। ইতিমধ্যে তৎকালীন বিভাগীয় সার্ভিস কমিটি R.O.দের জন্য 14, SRO-II দের জন্য 16 এবং SRO-I দের জন্য 17 নং Scale-এর সুপারিশ করেছিল। যদিও ঐ সার্ভিস কমিটিতে Finance deptt-এর কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না (এই অসঙ্গতি অনুরূপ সুপারিশ সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় তৈরি করেছিল) তথাপিও আমরা ঐ সুপারিশ কার্যকর করার জন্য তৎকালীন নিয়োগকর্তার নিকট জোরালো দাবী উত্থাপন করি। তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করে ঐ সুপারিশ লাগু করার দাবী জানাই। তৎকালীন কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বও আমাদের এ বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করেন। কিন্তু অর্থদপ্তরের সঙ্গে আলোচনায় বোঝা যায় তারা SRO-I কে 17নং দেওয়া ও SRO-II কে 16নং দেওয়া, সে ক্ষেত্রে WBCS (Exe)-এ feeder কারা হবে (অর্থাৎ 16 নং Scale -এর Cadre 16নং Scale-এর feeder কি করে হবে) ইত্যাদি নানা প্রশ্ন প্রসঙ্গক্রমে সামনে আনতে থাকেন। একাধিক আলোচনাতেও বিষয়টির মীমাংসা হয় না। এদিকে ৫ম বেতন কমিশন চালু হতে যাচ্ছে। অর্থদপ্তর বিভিন্ন দপ্তরের এই ধরনের সুপারিশ পে-কমিশনের কাছে Refer- করে দিচ্ছেন। আমরা ঘরপোড়া গরু। সংশয় তৈরি হল। আবার আমরা ১০ বছর পিছিয়ে যাব না তো। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু না হোক WBSLRS-র Scale 12 থেকে 14 করতেই হবে। এটাই হোলো আমাদের তৎকালীন কৌশল। সংগঠনের দাবীর সঙ্গে নিয়োগকর্তার ইচ্ছার মেলবন্ধন ঘটল। R.O.দের 14 নং Scale-র আদেশনামা বেরোল। SRO-II ও SRO-I-র দাবীর মীমাংসা না হওয়ায় অর্থদপ্তর বাধ্য হলো SRO-II দের 15 নং দিতে। তারপর শুরু হোলো সাফল্যজনিত সমস্যা। জুনিয়র, সিনিয়র এর বেতন বৈষম্য সহ নানা রকমের সমস্যা। আমরা তৎক্ষণাৎ দাবী করলাম ১.১.৯৬ অর্থাৎ ৪র্থ বেতন কমিশনের লাগু হওয়ার তারিখ থেকে আমাদের Scale upliftment-র effeet দিতে। এদিকে হলো কি একটা সংগঠন গজিয়ে উঠেছিল শুধুমাত্র R.O দের স্বার্থ দেখার জন্য। তারা আবার একটা মামলা করে বসলো ১৯৮২ সাল থেকে effeet দেওয়ার জন্য। খুব লোভনীয় দাবি। স্বাধীনতার সময় থেকে দাবী করলে আরো ভালো হত! যাইহোক অর্থদপ্তর আবার বেঁকে বসলো। বললো তারা মামলা লড়বে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হবে না। আবার আবর্জনা পরিস্কার করার জন্য আমাদের মাঠে নামতে হলো। একটা মধ্যস্থতা হলো। ঐ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অর্থদপ্তরে মুচলেকা দিল মামলা তুলে নেবে বলে। তারপর আমাদের প্রচেষ্টায় ১.১.৯৬ থেকে Notional effect দেওয়ার আদেশনামা প্রকাশিত হল। কমবেশী সবাই বহু টাকাও পেল। Basic pay অনেকটাই বেড়ে গেল। এই সাফল্যের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব তখনই যদি বিচার করা হয় ৪র্থ বেতন কমিশন আমাদের সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করেনি, তথাপিও দাবী অর্জন সম্ভব

হয়েছিল এবং সেটা ৪র্থ বেতন কমিশনের date of effect থেকে। কটা সংগঠনের পালকে এই সাফল্য আছে তা ক্যাডার-এর মানুষজন ভেবে দেখবেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কয়েক বছর পূর্বে WBCS-এর 'C' group-এ একটি cadre-এর অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে যার বেতনক্রম 15 নং। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সংগঠন বিগত দিনের মতোই WBSLRS-এর জন্য 'সমগ্রুপ সমবেতন'-এর নীতিকে সামনে রেখে WBSLRS-এর জন্য 15 নং Scale দাবী করেছে এবং এই মর্মে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিকট প্রদত্ত Memorandum-এর সঙ্গে এই দাবীসনদও লিখিতভাবে উত্থাপন করেছে। এই দাবী নিয়েই আমাদের এখন সর্বাগ্রে ক্যাডারকে সচেতন করা প্রয়োজন এবং দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সর্বতোভাবে লড়াই আন্দোলন করা প্রয়োজন।

তবে কেবলমাত্র এই দাবী আদায় করা সম্ভব হলেই WBSLRS-দের MCAS-র দৌলতে 18নং Scale অর্জন করতে পারবেন বর্তমান বাস্তবতায়।

যদি ধরেই নিই অন্য কোনো দাবী আদায় করা সম্ভব হলো না। বন্ধুরা ভেবে দেখবেন।

এবার আসি আমাদের ক্যাডারের অন্যান্য সংগঠনগুলির প্রসঙ্গে। না কোনো কুৎসা নয়, নয় অপপ্রচার। কেবলমাত্র কয়েকটি তথ্যের অবতারণা ও কিছু প্রশ্ন। তথাকথিত আদি সংগঠন চিরকালই দাবী করে এসেছে WBSLRS-র জন্য 16 নং Scale-র। দাবীটি অত্যন্ত লোভনীয় ও ক্যাডারের মানুষের কাছে বিপুলভাবে আশাব্যঞ্জক। বন্ধুদের ভাবতে বলবো WBSLRS-র Scale যখন 10নং ছিল সেই প্রেক্ষাপট থেকে দাঁড়িয়ে 16নং এর দাবী আদৌ কি বাস্তবোচিত, যুক্তিযুক্ত ছিল? এরূপ দাবী উত্থাপন কি আদৌ ক্যাডারের উন্নতির জন্য নাকি সমগ্র ক্যাডারকে মরীচিকার পিছনে ধাবিত করে না পাওয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হতাশা তৈরি করা এবং সেই হতাশা থেকে উদ্গারিত ক্ষোভ, ঘৃণাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়োগকর্তার দিকে নিক্ষেপ করা। এই কাজই তারা করে এসেছেন বিগত নিয়োগকর্তার সময়ে। সঙ্গে দাবী আদায় না হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কাঠগড়ায় তুলেছে কুৎসা অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে যা ক্যাডারের এক অংশের মানুষের মধ্যে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করেছে। আর একটি সংগঠন সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। পূর্বেই বলেছি তাদের মধ্যে একটি অংশ শুধুমাত্র R.O.দের জন্য একটা সমিতি তৈরি করেছিল তৎকালীন সময়ে R.O.দের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং Cadre Unity কে নষ্ট করার জন্য। পরে অবশ্য R.O.দের 14নং Scale হওয়ার পর তারা আবার মূলস্রোতে মিশে যায়। বর্তমানে R.O.দের 15নং Scale-র দাবীকে সামনে রেখে আবার একটা ঐরূপ সমিতি কি তারা খুলবেন? নাকি এখন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

বিগত ২/৩ বছর যাবৎ বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গ নিয়ে বাজার সরগরম। প্রতি বছরই বেশ কয়েকটি তারিখ সম্পর্কে অন্যান্য সংগঠনের নেতাদের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি সার্ভিস হয়ে যাচ্ছে বলে। কখনো বিধানসভা নির্বাচনের আগে, কখনো পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে। এখন লোকসভা নির্বাচনের আগে। প্রসঙ্গক্রমে বলি Serviceর যে File নিয়ে এত আলোচনা যতদূর জানা গেছে তাতে যে structure আছে তা আমাদেরই দাবী সনদের অনুরূপ, যদিও সংখ্যা নিয়ে কিছু সংশয় আছে। বিগত ৫ম বেতন কমিশনে আমরাই প্রথম এবং একমাত্র সংগঠন যারা এইরূপ structure-র কথা বলেছিলাম। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনেও আমরা প্রায় অনুরূপ দাবীই উত্থাপন করেছি। মজার কথা হল ১০ বছর বাদে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে এসে অন্য দুটি সংগঠন পুরেনো সব দাবী ফেলে আমাদের অনুরূপ দাবী নিয়ে memorandum দিল কয়েকটি দাঁড়ি, কমার পরিবর্তন করে। এখন প্রশ্ন এতদিনে কি বোধোদয় হল নাকি অলীক দাবী নিয়ে ক্যাডারকে ক্ষেপিয়ে নিয়োগকর্তার দিকে ধাবিত না করার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা কাজ করছে। আমরা নিয়োগকর্তা দেখে দাবীসনদ রচনা করি না। ক্যাডারের

স্বার্থে সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক ও বাস্তবোচিত দাবী নিয়েই আমরা বিগত দিনের মতোই আজও লড়াই সংগ্রামে ব্রতী আছি।

এতদ্‌সত্ত্বেও বিগত বছরগুলিতে নতুন সদস্যভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের কর্মী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি যে অন্যান্য কারণের সঙ্গে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যেটা উঠে আসছে সেটা হলো আমাদের একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে ওদের সঙ্গে গেলে তুমি সরকারের রোষে পড়বে। তোমার উপর আক্রমণ হবে। খারাপ পোস্টিং হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে শিক্ষিত, মেধাসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় চাকরি পাওয়া নবপ্রজন্মের কিছু বন্ধুরা এই প্রচারে প্রভাবিত হচ্ছেন। ছোঁয়াচে রুগীর মতো আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি নবপ্রজন্মের বন্ধুদের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন রাখব।

(১) দীর্ঘদিন ধরেই বিশেষত বিগত কয়েকমাসে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আমাদেরকে 'চোর' বলা হচ্ছে। আমরা সবাই চোর—মেনে নিচ্ছেন তো?

(২) বিগত কয়েক বছরে (ইদানীং সংখ্যাটা আরো বেড়েছে) অফিসগুলিতে বিশেষত ব্লকে আধিকারিকসহ কর্মচারীদের উপর শারীরিক আক্রমণ, হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে। খোঁজ নিয়েছেন তারা সবাই 'আলো' সমিতির তো? নাকি আক্রমণের আগে সংগঠনের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

(৩) বকেয়া ডি.এ. অপ্রাপ্তির কারণে বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কম বেতন পেয়েছি। এরা সবাই কি 'আলো'-র নাকি অন্য সমিতিতে নাম লেখালে আপনার ডি.এ. প্রাপ্তি ঘটবে?

(৪) পে-কমিশন অনিশ্চিত। যদি না হয় তাহলে সকলের সঙ্গে আমরাও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবো। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে আপনার আগামী কর্মজীবনে। 'আলো' সমিতিতে নাম না লেখালে আপনার কী প্রাপ্তিযোগ হবে?

উপরের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে আপনিও আক্রান্ত। 'আলো' সমিতির সদস্য না হলেও। আসলে একটা সময় কেবলমাত্র 'আলো' সমিতির তৎপরতায় ক্যাডারের একের পর এক সাফল্য এসেছিল। স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমিতিগুলি গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছিল। তাই ওদের কৌশল ছিল অবাস্তব, অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন করে ক্যাডারকে উদ্বেল করা, আর সেই দাবী না পূরণ হওয়ার জন্য 'আলো' সমিতিকে দায়ী করা। খুব সরল একটা সমীকরণ সেই সময় ওরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। তাহল বামফ্রন্ট সরকার—কো-অর্ডিনেশন কমিটি—আলো। তা হলে 'আলো' চাইলেই ফটাফট সব দাবী অর্জিত হয়ে যাবে। শুধু 'আলো' চাইছে না বলেই হচ্ছে না। তার কারণ হিসাবে যুক্তিও ওরা হাজির করেছিল। যেমন—'আলো' বামফ্রন্ট সরকারের কোষাগার থেকে অর্থ খরচ হোক চায় না; 'আলো'র নেতারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অফিসার বলে মনে করে না, কর্মচারীদের সাথে গা ঘষাঘষি করতে চায়, তাই Scale Upliftment হলে ওদের কর্মচারীদের সাথে মেলামেশা করতে অসুবিধা হবে, ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ক্যাডারের একটা অংশ এই সমস্ত আসার বক্তব্যকে বিশ্বাস করেছে। কোনো যুক্তিবোধ প্রয়োগ না করেই আমাদের উপর ঘৃণা বর্ষণ করেছে। এভাবে দিনের পর দিন ক্যাডারকে বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্থ করে রেখেছিল। কিন্তু ২০১১-তে রাজ্যে পালাবদলের পর ওরা বুঝল যে এই তত্ত্ব বেশিদিন চালানো যাবে না। আর তার সঙ্গে যুক্ত হল কর্মচারী তথা ক্যাডারের মানুষ হিসাবে সীমাহীন বঞ্চনা; ক্যাডারের কোনো দাবীরই অগ্রগতি হল না। ক্যাডারের মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। 'আলো' সমিতির বক্তব্যের প্রতি ক্যাডারের আকর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। ওরা প্রমাদ গুনল। তাই এল নতুন তত্ত্ব। 'আলো' সমিতি একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন। এমনকি একটি সমিতি

লিখিতভাবে এই বক্তব্য নবাগতদের মধ্যে নিয়ে গেল। সামগ্রিক পরিস্থিতির সগে সামঞ্জস্য রেখেই নবাগতদের মধ্যে প্রবল Fear psychosis তৈরি করা হল। ওরা নিজেদের সরকারী সংগঠন বলে প্রচার করলো। ফলে বেশ কিছু নবাগতরা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তবে আমার বিশ্বাস তথ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে আমরা যদি আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে প্রতিনিয়ত হাজির করতে পারি তাহলে এই বিষয়ে আমরা অগ্রগতি লাভ করবো। কারণ যুক্তিবোধই একমাত্র মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন করতে পারে।

ইতমধ্যে WBCS (Exe.) এ feeder post-এর quota curtail হয়েছে। অফিসগুলিতে বিশেষত ব্লক অফিসে শনি-রবি ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। নানা অজুহাতে অফিসগুলিতে দুষ্কৃতীদের হামলা হচ্ছে। ক্যাডাররা আক্রান্ত হচ্ছেন। দাবীদাওয়া পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে আমরা খুবই দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। অর্জিত অধিকারগুলিও রক্ষা করা যাচ্চে না। ক্যাডারস্বার্থে আমরা সামগ্রিকভাবে সংগঠন নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আকাঙ্খা পোষণ করে অপর দুটি সমিতিকে আলোচনায় আহ্বান জানিয়েছিলাম। একটি সমিতি সেই পত্রের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। অন্য সমিতিটি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের সমিতি দপ্তরে আমাদের আহ্বান জানিয়েছিল। কেবলমাত্র ক্যাডারস্বার্থে আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল তাঁদের দপ্তরে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করি। পরবর্তী আলোচনার জন্য ঐ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। আমাদের মনে সংশয় ছিল আদৌ এই সমস্ত বিষয়ে অপর সমিতিগুলি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রাস্তায় যাবে কিনা। বাস্তবে তাই হলো। আসলে এই বিষয়গুলি নিয়ে ক্যাডারের মধ্যে যে ক্ষোভ তা প্রকৃত অর্থে কোন দিকে ধাবিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। সমস্যাটা সেখানেই। তাই এই ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য, মূল বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সুকৌশলে বারংবার এই সার্ভিস হয়ে গেলো, হয়ে গেলো বলে হল্লা করা হচ্ছে। যেন সার্ভিস হয়ে গেলে সব সমস্যা মিটে যাবে। আমরা এখন শুধু কটা ১৮ কটা ১৯, সংখ্যা ২০০ না ৫০০ এই নিয়ে মেতে থাকি। বকেয়া ডি.এ., পে-কমিশন সহ অন্যান্য দাবীদাওয়া সব ভুলে যাই। তাই আপনাদের ভাবতে বলবো যে সার্ভিস-এর দাবীর সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ দাবীগুলিকে একইসাথে উচ্চারণ করা এই সময়ে জরুরি কিনা। এই কাজে আমরা নিরন্তর ব্রতী আছি। বিচারের ভার আপনাদের।

পরিশেষে বলবো সামনে কঠিন লড়াই। ক্যাডারের একজন মানুষ তথা কর্মচারী হিসাবে এবং সমাজসচেতন মানুষ হিসাবে আমাদের করণীয় স্থির করতে হবে। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সারা দেশ জুড়ে চলছে সাম্প্রদায়িকতার দাপাদাপি। সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জ্বালা-যন্ত্রণাকে, ক্ষোভকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাত, পাত, ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের ঐক্যকে বিভাজন করার জন্য। তবুও শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের এই লড়াই-এর থেকে আমাদের নিজস্ব লড়াই আলাদা কিছু নয়। কারণ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের লড়াইকে সম্পৃক্ত করেই এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব এবং অবস্থার পরিবর্তন ব্যতিরেকে দাবীদাওয়া পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই আসুন আগামী নির্বাচনে আমাদের ন্যস্ত দায়দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে ও যথাযথভাবে পালন করি ও পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলকে নিয়ে অভিজ্ঞতার নিরিখে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করি। এটাই আজকের দিনের আহ্বান।

ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত

মনোরঞ্জন চৌধুরী

এ লেখা যখন লিখছি তখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বাজারী দৈনিক সংবাদপত্র সহ অন্যান্য তথ্য আদান-প্রদানকারী সব মাধ্যমে নিত্য নতুন এমন সব ঘটনা প্রবাহ প্রচারিত হচ্ছে যে কোন একটা বিষয়কে নির্দিষ্ট করে ভাবনা-চিন্তা, মতামত স্থির করা বা করণীয় প্রসঙ্গ বুঝে নেবার অবকাশ প্রায় থাকছে না বা থাকতে দিচ্ছে না। বড় দ্রুতলয়ে সময়ের নির্ঘণ্ট বদল হচ্ছে। একটা অস্থিরতা, সব এলোমেলো করে দেওয়া অভিযান। মন, মত এবং পথ সব ঠিক করে সঠিক নিশানায় এগিয়ে-যাওয়া খুবই কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং সংকটের মাত্রা আজ যেমনই তীব্র হোক না কেন একে মুখোমুখি মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা খোলা নেই; এমনটা হওয়ার যে কথা ছিল না সে কথা জোর দিয়ে বলতেও পারছি না। স্বাধীনোত্তর দেশেই নিষ্করুণ উপাদান একটি একটি করে জন-জীবনের স্রোতধারায় বারেবারে এসে মিশেছে।

স্বাধীনতা : আর কয়েকমাস পর আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭২তম বছর উদ্‌যাপন করব, আর দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাকে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করব বলে ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি যে শপথ সম্বলিত সংবিধান তারও ৬৯ বছর পেরিয়ে এলাম অর্থাৎ যে শিশু সেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে এখন সত্তরোর্ধ 'সিনিয়র সিটিজেন'। প্রত্যাশার বিপুল পাত্র হাতে নিয়ে সে প্রতিদিন প্রতারণা আর বঞ্চনার শিকার হয়ে ন্যুব্জ হয়ে ভারত প্রতীক হয়েছে। এই দিনগুলি সামনে এলে বিখ্যাত কবি হেলাল হাফিজের কবিতার লাইনগুলো খুব মনে পড়ে—

"কথা ছিল একটি পতাকা পেলে
পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে
ওম্ নেবে জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে,
কথা ছিল একটি পতাকা পেলে
ভূমিহীন মুনিয়া গাইবে তৃপ্তির গান জ্যৈষ্ঠ বোশেখে
বাঁচবে যুদ্ধের শিশু সসম্মানে সাদা দুধে ভাতে।"

প্রতিশ্রুতির সাত-কাহন, শ্লোগানের ঢক্কা নিনাদ

সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালপর্ব থেকে-এর শুরু। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা— ভেজাল কারবারী ও চোরাব্যবসায়ীদের ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসিতে ঝোলানো থেকে শুরু তারপর সকলের জন্য চাকুরী বা উপযুক্ত কর্মসংস্থান, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ, কৃষকের জন্য ফসলের ন্যায্য মূল্য সহ আমূল ভূমিসংস্কার, সকলের মাথার উপর ছাদের আচ্ছাদন, সুস্বাস্থ্য, উপযুক্ত কাঠামোয় সকল দেশবাসীকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলা, নারী-পুরুষের সমান-অধিকার, জাত-বর্ণ-ধর্ম কেন্দ্রিক বিভেদের বেড়া ভেঙে ঐক্য গড়া, সকল দেশবাসীর বাক্‌স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সহ রাশি রাশি প্রতিশ্রুতি-সর্বোপরি দেশের রাষ্ট্রচরিত্রকে সেকুলার বলে এবং সামাজিক কাঠামোকে 'সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটি' গঠনের প্রতিশ্রুতিতে দেশের শাসকবর্গ বিগত ৭১টা বছর পার করেছেন। আর একই সঙ্গে চলে শ্লোগানমুখী ঢক্কা নিনাদ—জয় জওয়ান জয় কিষাণ, সাইনিং

ইণ্ডিয়া (উজ্জ্বল-ভারত), গরিবী হঠাও, এবংবিধ-নানা পর্বের পর এখন ২০১৪ থেকে দেশবাসী শুনছে 'আচ্ছে দিন', মেক-ইন্ ইণ্ডিয়া, শিম্পাজীর চশমা পড়ে স্বচ্ছ-ভারতের আয়নায় নিজের মুখ দেখার গান। সঙ্গে জুড়েছে প্রতিশ্রুতির বন্যা— বছরে ২ কোটি বেকারের চাকুরি—তা হলে অঙ্কের হিসাবে ১০ কোটির চাকুরি হওয়ার কথা। কালো টাকা উদ্ধার করে ভারতবাসীর প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢুকে যাবে। কৃষক ফসলের উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম পাবে। শ্রমিকদের সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে শ্রম-আইন সংশোধিত হবে— এমন সব বহু কথা।

এখন মানুষ অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় দেখছেন এ-সব ছিল মিথ্যাভাষণ আর মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল। জি.এস.টি., নোটবন্দী ইত্যাদি পদক্ষেপে প্রায় ১ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। চলতি কলকারখানাগুলি বন্ধ হচ্ছে নতুবা বেসরকারি হাতে বিক্রী হচ্ছে। শ্রম-আইন সংশোধিত হচ্ছে, মালিককে ছাঁটাই করার ক্ষমতা ও বেতন সংকোচনের অবাধ সুযোগ দিয়ে। দুর্নীতির কালো ধোঁয়া সমগ্র সমাজ-জীবনকে গ্রাস করছে। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম —যা রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক গোষ্ঠীসমূহ মিলিত প্রক্রিয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধান্দাতন্ত্র গড়ে তোলে, আজ দুর্নিবার তার গতি— 'রাফাল' যুদ্ধ বিমান কেনার ঘটনাপঞ্জী এখন তার সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখানে দাঁড়িয়ে শ্লোগান আর প্রতিশ্রুতি বিতরণকারীরা থেমে যাননি। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারার কারণও বাৎলেছেন— দেশের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কমিউনিজমে বিশ্বাসী জনতা, আর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী— এই ত্রয়ীই নাকি দেশের সব অগ্রগতির প্রতিবন্ধক— তাই নিদান 'আচ্ছে দিন' আনতে হলে ঐ ত্রয়ীর বিলুপ্তি চাই— তদানুসারে কর্মসূচি সূত্রায়িত হচ্ছে।

আমরা রাজ্যবাসী ২০১১ থেকে কিছু প্রতিশ্রুতি আর স্লোগানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যার শিরোনামে ছিল 'পবিরর্তন'-এর ডাক।

'শিল্পে হবে সবুজ বিপ্লব'। ১ কোটি বেকারের চাকুরি, প্রতিটি জেলায় শিল্প হবে। মহকুমা-ভিত্তিক হবে ১০টি করে শিল্প। বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা খোলা হবে, স্বচ্ছ ভূমিনীতি তৈরি হবে, গড়া হবে বেঙ্গল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক অথরিটি, বন্ধ কারখানার জমিতে হয় কারখানার পুনরুজ্জীবন নতুবা নির্মিত হবে নতুন কারখানা। মহকুমা ভিত্তিক মাল্টি ফেসিলিটি হাসপাতাল, ১০ লক্ষ আবাসন গরিবদের জন্য, নতুন বন্দর ও নগর নির্মাণ আর কোলকাতাকে লণ্ডন, দীঘাকে গোয়া এবং দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড বানানো— এমন সব কয়েকশত প্রতিশ্রুতি 'ভিসন ডকুমেন্টে' প্রকাশ পায়।

সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া এখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নানা রূপে নানা ধরণে— যা বুঝে উঠতেই দিশাহীন হয়ে উঠছে মানুষ— কোনটা সত্যি আর কোনটি মিথ্যা— বিচারপতি তপেন সেন ২০১২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি একটি মামলা শুনানি কালীন মন্তব্য করেন—"গোটা রাজ্য জ্বলছে। প্রতিদিন সকালে খবর দেখছি—কি হচ্ছে, তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না?" এটাই ছিল পরিবর্তনের ৯ মাসের ব্যবধানে আগামী দিনের জন্য সম্ভাব্য ইঙ্গিতবাহী ছবি।

তারপর বহু ঘটনা— পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, কাটোয়া, কাকদ্বীপ, রানাঘাট কলংকিত হয়েছে নারী নির্যাতনের অবমাননা নিয়ে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, প্রতীক হয়েছে শিল্প বিতাড়নের লজ্জা নিয়ে। সারদা-নারদা রোজভ্যালি এলকেমিস্ট যুক্ত হয়েছে কয়েক কোটি মানুষের লুঠ হওয়া টাকার হাহাকার নিয়ে। টেট কেলেঙ্কারিতে শিক্ষাঙ্গন

কলুষিত। বেকারিত্বের হাহাকার নিয়ে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়— থেকে গ্রামীণ ক্ষেতমজুর সকলেই আজ দিশাহারা— অবশেষে ছাত্রদের জন্য ঘোষণা হয়েছে শিক্ষান্তে ২৫০০ হাজার টাকার ইনটার্নশিপ নিয়ে নিম্ন বুনিয়াদি ও বুনিয়াদি স্তরে ছাত্র পড়ানোর।

প্রতিবন্ধকতা : এ-সব নিয়ে ভালোমন্দ মতামত ব্যক্ত করতেও আজ বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা, হুমকি, শেষবেলায় অত্যাচার বঞ্চনা। বেচারা শিলাদিত্য চৌধুরী, তানিয়া ভাদুড়ি, না অতদূর যেতে হবে না আমাদের লড়াই-আন্দোলনের সহমর্মী সাথীরা —প্রশাসনিক কেন্দ্রীয় দপ্তরে আমাদের বেতন-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বকেয়া মহার্ঘ দাবীর জন্য শ্লোগান দিতে গিয়ে প্রথমে গ্রেপ্তার পরে শাস্তিমূলক বদলী—কেউ মুর্শিদাবাদ কেউ দার্জিলিং এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

একই দৃষ্টিভঙ্গীর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। একদিকে কালবুর্গি, দাভোলকর, গৌরীলংকেশ, রাজস্থান থেকে শুরু করে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গো-ব্যবসায়ী, দলিত সম্প্রদায়ের রোহিত ভেমুলারা খুন হচ্ছেন অন্যদিকে তপন দত্ত, বরুণ বিশ্বাস, পুলিশ কনস্টেবল অসীম দাস, আমিনুল ইস্‌লাম, সৌরভ চৌধুরী, অরূপ ভাণ্ডারী, মফিজুল শেখ, সুদীপ্ত গুপ্তরা খুন হয়েছেন। কিষাণজি কি খুব বোকা ছিল। না হলে যাকে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী দেখার বাসনা ছিল— তার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলেই পুলিশের হাতে তাকে মরতে হল!

এক অধ্যায়ে আমাদের রাজ্যে ৩৫ শতাংশ আসন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় শাসক দল, অন্য অধ্যায়—এক রাজ্যে ৯৬ শতাংশ আসনে পঞ্চায়েতে জয়ী হয় কেন্দ্রীয় শাসকদল, তারপর দুর্গাপূজা কার্নিভাল, হনুমান জয়ন্তী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী উৎসব-মিছিল সব প্রতিযোগিতামূলক আসরে নেমে এসেছে। বিশ্বাসকে যুক্তিবোধের উপর স্থান দিতে হুমকি। সবই বেঁচে আছে— গরু নিধনে ভূমিকম্প হয়, কৌরবরা ষ্টেম সেলজাত সন্তান, গণেশ-এর মাথায় হাতির মুণ্ডু হল প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ! পৌরাণিক কাহিনিকে ইতিহাসের পাতায় জুড়ে দেওয়ার জবরদস্তি এমনতরো বহুধা নিদান।

এখন বেশ কিছু বিষয়ে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দেশপ্রেম কী? আমরা—দেশের সংবিধান সম্মত নাগরিক না কারও প্রজা? যে দলটার দেশের স্বাধীনতার জন্য বিন্দুমাত্র-ভূমিকা নেই, বরং (নিন্দুক!) ঐতিহাসিকরা বলেন যে ঐ দলের প্রাক্তন নেতারা ব্রিটিশদের কাছে দাসখত লিখে দিয়েই নিজেদের নিরাপদে রেখেছিলেন সেই দলের নেতারা দেশের মানুষের ‘দেশপ্রেম’ পরীক্ষা নিচ্ছেন। ভারতীয় সত্ত্বার পরিস্থিতিকে হিন্দুত্বের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করে বাকীদের বিদেশী বা অনুপ্রবেশকারী রূপে চিহ্নিতকরণে ব্যস্ত। বেকারী, অনাহার, অভাবী মৃত্যু, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য-অধিকার ইত্যাদি সব ক্যাপসুল হয়ে— ‘রাম মন্দির’ নির্মাণে মীমাংসা খুঁজছে— নাগরিক জীবনে কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

সম্ভাবনা : না, এখনও সেই মীমাংসার পথে মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো সর্বদা সম্ভব হয়নি। মুম্বাই এর কৃষক সমাবেশ, দিল্লির বুকে লাখ লাখ কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী সমাবেশ, রাজ্যে রাজ্যে কৃষকরা তাদের ফসলের দাম সহ জীবন—জীবিকার প্রশ্নে যে গর্জন তুলেছেন তার অভিঘাতে সরকারগুলি কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে এখন কৃষক দরদী(!) সাজতে ব্যস্ত—অনুদানের ডোল-এর ডালি নিয়ে। কিন্তু কৃষক তো চাইছে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ফসলের উৎপাদনের দেড় গুণ দাম— তার কি হবে? তাই ওরা আরও এগিয়েছে— সারা দেশে ৮ ও ৯ জানুয়ারি ধর্মঘট হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে দেশের প্রায় ২০ কোটি জনতা এতে অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারি কর্মীরাও সরকারকে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিল—সাধারণ মানুষের ১২ দফার সঙ্গে

নিজেদের আরো দু দফা দাবীযুক্ত করে— পে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করো-বকেয়া-ডি.এ. দাও।

তা হলে হচ্ছেটা কি? জাত, নেতা, মন্ত্রী, দল, তাদের সুবিন্যস্ত বাক্য-বিন্যাস ৭১ বছরের স্বাধীন দেশের চালচিত্রে কী ভূমিকা নিলো? সর্বশেষ তথ্যে দেশের বাৎসরিক ৭৩ ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে জনসংখ্যার ১ মাত্র শতাংশ-এ আর সার্বিকভাবে ১০ শতাংশ লোকের হাতে ৭৭.৪ শতাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত। আর ১০০ কোটি ডলার বা তার বেশি সম্পদের মালিকদের প্রতিদিন ২২০০ কোটি ডলার সম্পদ বেড়ে চলেছে। আসলে এটাই সত্য বৈষম্য, বঞ্চনা প্রতিদিন বাড়ছে।

যা করতে ইচ্ছা করে

তা হলে কি কোন বিকল্প নেই? তা তো হয় না। মানুষই বিকল্প খুঁজছেন— সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ৭১ বছরের বহমান অর্থনৈতিক নীতি ও তার কাঠামোগত বিন্যাসে যারাই পা রাখুন না কেন— ছবিটা একই ছাপা হবে— কারণ সেখানে ব্যক্তি বা দল নয় নীতিই আসল দিগ্‌দর্শন। তাই সময়ের চাহিদা নেতা নয় নীতি বদলের জন্য লড়াইটাই আসল— যে নীতি মূল্যবৃদ্ধিকে লাগাম দিতে পারবে, অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা বেতনের গ্যারান্টি দেবে, সকলের জন্য ন্যূনতম ৬০০০ টাকা পেনশন নিশ্চিত করবে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র বিক্রী বা ধ্বংস নয় তাকে সম্প্রসারণের ভূমিকা নেবে, শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্ত ও চাকুরির নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত করবে— সেই নীতি লাগু করার লড়াইটাই এখন সামনে।

এই নীতি বদলের লড়াই-এর ময়দানেই ঠিক হবে— আমার সন্তান-সন্ততি কলেজে ঘুষ না দিয়ে ভর্তি হতে পারবে কিনা? টিউশন সেরে নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরবে কিনা? কর্মচারীরা ডি.এ. চাইলে কেউ সাবমেয়ের ডাকের সঙ্গে তুলনায় তার আর্তিকে অবমনাননা করবে কিনা—এমন সব জীবন্ত প্রশ্নগুলি।

স্বৈরতন্ত্রের চাবুকে একটু একটু করে আমাদের নীতি, নৈতিকতা এবং সুস্থ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভেতর থেকে বিনাশ করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যখন "গোরা" রচনা করেছেন তখন পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবুও গোরার একটি উক্তি হয়তো আজও প্রাসঙ্গিক—ইঁদুর যখন জাহাজের খোল কাটতে থাকে তখন সুবিধা ও প্রবৃত্তির হিসাব থেকেই সে কাজ করে; ভেবে দেখে না এতবড় একটা আশ্রয়ে ছিদ্র করলে তার যে টুকু সুবিধা তার চেয়ে সকলের কতবড় ক্ষতি।

আমাদের ভাবনায়-গোরার কথা, পাতাকুড়োনির আকাঙ্খা আর ভূমিহীন মুনিয়া সকলেরই ইচ্ছাই ক্রিয়াশীল হোক—চরিতার্থতা লাভ করুক আমাদের শপথে ও অনুশীলনে।

NRC—এক বাস্তবতা

কৃশানু দেব

লাগ-লাগ-লাগ্! লাগ্ ভেলকি লাগ্! NRC! এসে গেছে—এসে গেছে—এসে গেছে নতুন বোতলে পুরনো মদ! নাকি বলব—কতদিন থাকলে তবে local হওয়া যায়! গত বছর জুলাই ৩০, ২০১৮-তে আসামে প্রকাশিত হয়েছে National Register for Citizen ওরফে NRC-এর final draft, যেখানে ৪০.০৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে—যার মধ্যে ৩৭.৫৯ লক্ষ মানুষের আবেদন বাতিল হয়েছে এবং ২.৪৮ লক্ষ মানুষের আবেদন Legacy data-র অভাবে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এই বাদ যাওয়া নামের তালিকায় রয়েছে আসামের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবারে নাম, ৩০ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করা সৈনিকের নাম। বাদ গেছে অসংখ্য খেটে খাওয়া গরীব মানুষের নাম, যারা বহুর ধরে আসামের বাসিন্দা। সুপ্রীম কোর্ট যদিও বলেছেন এই তালিকার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

এরা নাকি সবাই অনুপ্রবেশকারী। অতএব, যুদ্ধ নয়, দেশভাগ নয়, স্রেফ কলমের খোঁচায় কেড়ে নেওয়া হোক ৪০ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্বের অধিকার।

পড়শি রাজ্য। কৌতূহল তো হবেই। বিষয়টা কী? একটু পিছিয়েই দেখে নেওয়া যাক। আমাদের দেশের পূর্ব প্রান্তের এই রাজ্যটি বরাবরই যেন একটু প্রান্তিক। এই রাজ্যে রয়েছে ৫৩৩ কি.মি. দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা যার মধ্যে ২৬৭ কি.মি রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে এবং বাকিটা রয়েছে ভুটানের সঙ্গে। ভারতের মূলধারার ইতিহাসে প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও এমনকি মুঘল যুগের শেষ পর্যায়েও এই ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল আর্থ-রাজনীতির চালচিত্রে বেশ একটু পিছিয়ে পড়া। ব্রিটিশরা ঘাঁটি গেড়ে বসার আগে পর্যন্ত ভারতের সাম্রাজ্যবাদের সঞ্চারপথে এই অঞ্চল এসে পড়েনি। শতকের পর শতক ধরে ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদীগুলির অববাহিকায় সৃষ্ট 'চর' এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল অগম্য, বসবাসের অযোগ্য। কিন্তু এই উর্বর জমি কালক্রমে হয়ে ওঠে অভিবাসী/উদ্বাস্তু মানুষের নয়া বসত, বিশেষত বাংলাদেশ লাগোয়া বরাক উপত্যকা অঞ্চল।

ব্রিটিশ আধিপত্যের আগে যে অহোম রাজতন্ত্র এই অঞ্চলে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানে বিভিন্ন উপজাতি/জনজাতি গোষ্ঠীগুলির নেতাদের সহমতের ভিত্তিতে সামান্য কিছু পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমি দেওয়া হত। পরিবর্তে আদায়করা হত বেগার শ্রম। এই ব্যবস্থা একটা সময় একাধিক বাঁধার সামনে এসে পড়ে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে (Inter এবং Intra) কোন্দল স্বৈরতন্ত্রের বাঁধনকে আলগা করে দেয়। তবে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জটা আসে সনাতন ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়েই। বিশেষত যখন সংস্কৃত জানা মানুষ আর্যাবর্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় গিয়ে থিতু হতে শুরু করে। মূলত বাংলা ও কনৌজ থেকে যাওয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষ যারা অহোম রাজতন্ত্রের আহ্বানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সহায়তার জন্য সেখানে বসবাস শুরু করেন। বিনিময়ে এই মানুষগুলি তাদের বৌধিক জ্ঞানের দ্বারা অহোম রাজাদের সহযোগিতা করতে থাকেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন সেকেলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার গতানুগতিকতা তাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারে। যার ফলশ্রুতিতে এই সময়কালে বেশ কিছু গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে এই নব্য সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে উপজাতি/জনজাতি গোষ্ঠীগুলির সংঘাত দেখা যায়। ১৫শ ও ১৬শ শতকের বৈষ্ণব আন্দোলন এই পটভূমিতেই সংগঠিত হয়।

এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই ব্রিটিশরা তাদের ইউনিয়ন জ্যাকের ঝান্ডা পুঁতে দেয় আসামে। ১৮২৬-এর ইয়ান্দাবো সন্ধি যার সাক্ষী। ভৌগোলিক দুর্গমতাজনিত বিচ্ছিন্নতা, দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচা, অত্যন্ত অনুন্নত কৃষি

উৎপাদন ব্যবস্থা, অহোম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে এবং শুরুতেই ব্রিটিশরা যেটা করে, সেটা হল এই শাসনব্যবস্থার সমূলে উৎখাত এবং বহিষ্কার।

ব্রিটিশরা এই অবস্থায় যে নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেয় বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় যারা মুখ্যত সিলেট (শ্রীহট্ট) অঞ্চলের বাসিন্দা। প্রাথমিকভাবে গোয়ালপাড়া জেলার চর অঞ্চলে এবং ক্রমে নওগাঁও জেলা এবং Upper এবং Lower আসামে এর প্রভাব পড়ে। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্যতার কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই মূল জনজীবনে তা সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যার ফরশ্রুতিতে ১৮৩০ সালে বাংলাভাষা আসামের সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সাম্রাজ্যবাদ টিঁকিয়ে রাখার স্বার্থে স্থানীয় অসমীয়া রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে ব্রিটিশরা পৃষ্ঠপোষণ করতে শুরু করে। এই সময় লক্ষ্যনীয় যে ব্রিটিশরা যে নীতি নেয় তা একদিকে যেমন অসমীয়া জাতি গঠনকে সহায়তা করেনি তেমনই অন্যদিকে ক্ষতিও করেনি। যেমন—

(১) উপজাতি/ জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য খ্রিস্টান মিশনারিরা এই অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এই নব্য সংস্কৃতির বিকাশ জনজাতি/ উপজাতি গোষ্ঠীগুলরি মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

(২) চা উৎপাদন, পাট উৎপাদ এবং পরবর্তীকালে খনিজ তেল উত্তোলনের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এমনকি বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকেও লাখ লাখ উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে এই অঞ্চলে চালান করা হয় মূলত কুলী, শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিক হিসাবে। এই মানুষেরা এবং তাদের সংস্কৃতি, স্থানীয় মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি থেকে এতটাই বিযুক্ত ছিল যে এমনও দেখা গেছে যে সেই শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য মজুরী নগদ অর্থের পরিবর্তে 'টোকেন'-এ সংগ্রহ করতেন এবং কোম্পানীগুলি দ্বারা সৃষ্ট দোকান থেকে সেই 'টোকেন'-এর বিনিময়ে রসদ সংগ্রহ করতেন। খোলাবাজারে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের তৈরী করা Line System স্থানান্তরীত হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে polarise করে তুলতে শুরু করে। যা নিয়ে পরবর্তীকালে INC-এর হিন্দু লবি ও মুসলিম লবির মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়।

(৩) এর সাথে চা বাগান সন্নিহিত অঞ্চলে বাগানের বিস্তার ও কাঠের ব্যবসার কারণে ব্যাপকভাবে বৃক্ষনিধন শুরু করে ব্রিটিশরা। এর ফলে, মূলত স্থানীয় মানুষদের রোষের মুখে পড়ে স্থানান্তরীত হয়ে আসা মানুষরা। তবে সমস্যা গভীর আকারে নেয়নি তখন কেননা সে সময় আসামের জনসংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল অনাবাদী। বন্যা, অনুন্নত কৃষিপদ্ধতি, এবং দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ফসলের চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার সঙ্গে তাল রাখতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে চাষযোগ্য জমির সুলুক সন্ধান। চাষযোগ্য জমির মূল্যায়ন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরীত হয়ে আসা মানুষদের উত্তরপুরুষদের ও স্থানীয় মানুষদের মধ্যে স্বাথের সংঘাত দেখা দেয়। বিংশ শতকের গোড়ায় পাটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কৃষিকের চালান শুরু হয়। মূলত তৎকালীন বঙ্গদেশ থেকে, যাদের বড় অংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। বর্তমান বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন তাঁরা।

সারণী : ১
ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ভাষার নিরিখে মানুষের অবস্থান (শতকরা)

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
অসমীয়া	৪৯.২	৪৪.৬	৪২.০
বাংলা	২১.০	২২.১	২৩.০
হিন্দী	৬.৫	৬.২	৭.৭

সূত্র : ভারতের জনগণনা, ১৯৬১

সারণী : ২
ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ভাষার নিরিখে মানুষের অবস্থান (শতকরা)

	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
অসমীয়া	৪২.০	৭৩.১	৭৩.৩	৭১.৭৬
বাংলা	২৩.০	১৩.০	৯.৮	১১.৪৮
হিন্দী	৭.৭	৩.০	৩.৯	৪.৯০

সূত্র ভারতের জনগণনা, ১৯৭১।

১নং এবং ২নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশভাগের আগের ও পরের দশকগুলিতে অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দী ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাব। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কলমের খোঁচায় হয়ে যাওয়া দেশভাগের ফলে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে আসা স্থানান্তরীত মানুষ এবং স্থানীয় মানুষের চালচিত্রটা রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যায় দেশী বিদেশী ইস্যুতে।

১৯৫০, ১৯৬৪-র দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের মানুষ যেমন আসাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যায় তেমনই বাংলাভাষী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার সাথে সাথে আসামেও যায়। ১৯৫২-এর নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে এটাও বাস্তব যে স্থানান্তরীত হয়ে আসা অ-বাংলাভাষী কুলী/শ্রমিকদের একটি অংশ স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলতে শুরু করেন। সারণী-২ তারই ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়াও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পার্শ্ববর্তী নেপাল ও ভুটান থেকেও মানুষের ঢল নামে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়। সুলভ সৎ ও পরিশ্রমী শ্রমিক হিসাবে তাদের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এই প্রবণতার দিকে তাকিয়েই অসমীয়া , বোড়ো, কার্বি ও অন্যান্য উপজাতিগুলি 'ভূমিপুত্র' আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৬০-এর 'ভাষা আন্দোলন' যার এক রূপ এবং যার ফলশ্রুতিতে, 'Assam Official Language Act, 1960 গৃহীত হয়।

এই প্রসঙ্গে ঘটনাচক্রে একটি তথ্য হল—প্রায় প্রতিটি sensus কার্যক্রম শুরুর আগে আসামে দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কাকতালীয়(?)!

আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির দিকে তাকালে দেখব, যে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তা ছিল বঙ্গপ্রদেশ। লর্ড কার্জনের তৎপরতায় ১৯০৫-এর পর তা হয়ে দাঁড়ায় আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। আবার ১৯৪৭ এর পর তার থেকে সৃষ্টি হয় পূর্ব-পাকিস্তান এবং ১৯৭২ সালের পর জন্ম হয় বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির। অর্থাৎ ব্রিটিশ পিরিয়ডে যা ছিল 'Migration issue of poor peasants from Bengal & East Bengal towards Assam', সেটাই হয়ে দাঁড়ায় 'foreigner issue'।

১৯৯৭ সালে আমাদের নির্বাচন কমিশন, আসামের 'Char Chapari' এলাকাগুলির মুসলিম, ভাষাগতভাবে হিন্দু এমকি রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মানুষকে চিহ্নিত করে 'D-Voter' হিসাবে। যা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। এইরকম বহু পরিবারে স্বামী/স্ত্রী 'D-voter' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন যেখানে পরিবারের অন্য সদস্যরা তা নন। এই D-Voter-রা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। যদিও এদের সমস্যা মেটানোর জন্য IM (DT) Act, 1983 অনুসারে ৩২টি ট্রাইবুনাল খাতায় কলমে ছিল। কিন্তু বাস্তবে এর সিংহভাগ defunct এবং বাকীগুলির কাজের গতিও তথৈবচ। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই Tribunal গুলিতে নিষ্পত্তি হওয়া Foreigner/ D-voter আবেদনগুলির ভিত্তিতেও Voter-list সংশোধন করা হয়নি। কী বলা যাবে? রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র? বড়পেটা, নওগাঁও, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও প্রভৃতি জেলাতে এরকম ভুরি ভুরি অভিযোগ। NRC-র বকেয়া আবেদনগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও মান্যতা দেওয়া হয়নি Assam Accord (1985)-এর।

এমনকি এই বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের করা একটি Writ আবেদন ২০০৫ সালে মহামান্য আদালত, এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে IM (DT), Act, 1983 অসংবিধানিক। শুধুমাত্র আসামে এর প্রয়োগ, সংবিধানের ১৪নং এবং ৩৫৫ নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঐ আইনে গঠিত Tribunalগুলিও অবৈধ। ঐ Tribunalগুলিতে বকেয়া কেসগুলির নিষ্পত্তি হবে Foreigners Act' 1946-এর মধ্য দিয়ে গঠিত Tribunal-এ।

এত সবের পর প্রশ্ন হল—এতে কার স্বার্থ রক্ষিত হয়? ঠান্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যাবে যে এতে বুর্জোয়া

মালিক শ্রেণীর লাভ হয়। এখানে একটি পরিসংখ্যান লক্ষ্যনীয়—বর্তমানে ভারতে বেআইনিভাবে বসবাসকারীর সংখ্যা ১০.৮৩ মিলিয়ন যার মদ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫.৪ মিলিনয়, আসামে ৪ মিলিয়ন, ত্রিপুরায় ০.৮ মিলিয়ন এছাড়া বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান (প্রতি ক্ষেত্রে ০.৫ মিলিয়ন) এবং দিল্লী (০.৩ মিলিয়ন)। বাঙালী হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক বিশেষত আসাম ত্রিপুরা হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক বিশেষত আসাম ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ তাই ভোটশিকারীদের নজরে।

এরপরও যে প্রশ্নগুলি থেকে যাচ্ছে এবং যার উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না তা হল—এই ৪০ লাখ মানুষ যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাদের নাগরিকত্বের যোগ্যতা তবে তাদের নিয়ে কী করা হবে? প্রত্যর্পণ? কোথায়? কোন যুক্তিতে? আর না হলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব? ভোটাধিকার থাকবে? সম্পত্তির অধিকার থাকবে? তাদের উত্তরাধিকারীরা নাগরিকত্ব পাবে কি? এই অনিশ্চয়তা দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে না? সাম্প্রদায়িক শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কী এদের পুঁজি/soft target হিসাবে ব্যবহার করবে না?

স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে লেগে গেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি, যারা গাছের ওপরেরও খায় আর তলারও কুড়োয়। এরসাথে মাথায় রাখা দরকার আধার কার্ডের সর্বাত্মক ব্যবহার, বিমুদ্রাকরণ প্রক্রিয়ার কথা। নাগরিকত্বের বিশুদ্ধতার ধুঁয়ো তুলে মানুষকে জেনোফোবিয়ায় আক্রান্ত করা হচ্ছে। এটা শুধু একটা অঙ্গরাজ্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনা এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। এটা সংক্রামক। পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতির এটা একটা রূপ যা দিয়ে মানুষের সামগ্রিক জীবন-জীবিকার আন্দোলন, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের আন্দোলন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, কর্মসংস্থানের আন্দোলন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার চক্রান্ত।

ভূমিপুত্র বনাম বরিহাগতের চেনা ছকে বাঁধা এই রাজনৈতিক চক্রান্তকে সমূলে উপড়ে ফেলার দরকার এখনই। শ্রম ও সম্পদের অবাধ লুটপাট চলছে দেশজুড়ে। অস্ত্র উঁচিয়ে রাষ্ট্রশক্তি সেই লুণ্ঠনকে সুরক্ষা দিচ্ছে। রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতি মালিকের বিরুদ্ধে সঞ্চিত হওয়া শ্রমজীবী শোষিতের ক্ষোভকে চালিত করা হচ্ছে সহশ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আজ প্রয়োজন রাজনীতির এই সংকীর্ণ ছক ওল্টানোর লড়াইয়ের। এ লড়াই সহজ নয়। অভিবাসী/উদ্বাস্তুকে যেমন বুঝতে হবে স্থানীয়দের ভাষা, সংস্কৃতিকে হারনোর উদ্বেগকে, তেমনই স্থানীয়কে বুঝতে হবে অভিবাসীর হারানোর যন্ত্রণাকে। চিনতে হবে পরস্পরের অর্থনৈতিক শত্রুকে। তাতেই সার্বিক জয়।

আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখিরচোখ ধরে জাতীয়স্তর থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশক্তি পরিস্থিতির ফায়দা লোটায় মত্ত। সারা পৃথিবীতে সংক্রামিত পরিচিতি সত্ত্বার সংকটকে ঘিরে আবর্তিত এই ইস্যুকে উস্কানি দেওয়া আসলে গণতন্ত্রপ্রেমী, শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের basic need, এবং অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, নৈরাজ্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পুঞ্জিভুত মানুষের ক্ষোভকে চাপা দেওয়ার নক্কারনজক কৌশল। যাকে সর্বতোভাবে মদত দিচ্ছে Crony capitalism.

তাই আসুন এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে আমরা মানুষের শুভবুদ্ধি ও চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য জোট বেঁধে গণতান্ত্রিক অধিকার সফল ও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য কোমর বাঁধি পরিবার পরিজন সহ।

‘হামি কচ্ছু জানে না’

(Less government more governance)

অরিন্দম বক্‌সী

১৯৯০ সালের একেবারে গোড়া থেকে, গোর্বাচভীয় প্রতারণার পর আমাদের গ্রহটি আর একটু ডানদিকে হেলে, বার্লিন-এর দেয়াল ভেঙ্গে, ‘মুক্তি কেমন’ চাখ্‌তে চাখ্‌তে, মুক্তবাজার অর্থনীতির ফুরফুরে উদারগণতান্ত্রিক হাওয়া, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

অর্থনীতির রেগানীয়, থ্যাচারীয় হরেক কিসিম ‘TINA’ ‘TINA’ রবে মন ভরিয়ে দিল। এছাড়া নাকি গত্যন্তর নেই। বিশ্বে শ্রেণী ভারসাম্য টাল খেল, কেন(?) না রুশ দেশে সোভিয়েত তন্ত্র আর নেই।

রুশ বিপ্লবের পর থেকে যে সকল বিকল্প ও মানবমুক্তির চিন্তাভাবনা তরুণদের নাড়া দিত, তা, এক্কেবারে পাল্টে, জনমানসে, সাধারণবোধে (Common sense), মুক্ত-মনা, মুক্ত হাওয়া নামে কিছু ভ্রান্ত সচেতনতা (False conciousness) ব্যাপ্তি পেতে লাগলো।

এর পাশাপাশি সরকারী আওতার বাইরে বৃদ্ধি পেল স্বেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠন, জনহিত এবং জ্ঞানচর্চার (academic) লক্ষ সামনে রেখে NGO ইত্যাদি গঠন-ও দ্রুত বিকাশ লাভ করলো। এ সকল সংগঠন আপাতঃ দলবিযুক্ত (unconnected) প্রাজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজ (civil society)-এর নির্মল, পবিত্র ও নিরপেক্ষতার আতরমাখা জ্যান্ত উপস্থাপন।

রাষ্ট্র এবং তার সরকার যেহেতু কোন দল বা দল সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত, তাই সরকারী কাজের সুপারিশ এবং সিদ্ধান্তের রূপরেখা তৈরী করার কাজ দক্ষ, নিরপেক্ষ, দল বিযুক্ত মানুষদের উপর বর্তাতে থাকলো। উদারনীতির প্রভাবে এঁরা একটা বড় আসন অধিকার করলো, সরকারের অধীন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাতে এবং সমাজে। সংখাতত্ত্ব নির্ভর সিদ্ধান্ত, পরামর্শদাতাদের (consultanacy) প্রাদুর্ভাব দেখা গেল রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

হক (government) ও হুকুম-এর (governance) মধ্যে আপতত পার্থক্য রচিত হল। সরকার যেন ঠুঁটো, কিছুই করেনা। সরকারের অধস্তরীয় সংস্থা সংগঠনের মাধ্যমে সব সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রক হল দক্ষ পেশাদারেরা। সরকার এখন আর তেলের দাম, বাসভাড়া, গ্যাসের দাম, বিদ্যুতের দাম কোন কিছুই ঠিক করেনা। যা কিছু হয় তা বাজার ঠিক করে; সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয় এই অধস্থরীয় সংগঠনগুলি। এরা হলেন সংখ্যাতত্ত্ব ও বাজার-এর আজ্ঞাবহ। বাজার হল স্বয়ম্ভু। তার উপর কোন কথা চলে না। বাজার-এ মুনাফা এবং একচেটিয়াকরণ হল মূল চিন্তা।

ভাগবত্ চিন্তায় বিভোর পবিত্র সাধুসন্তদের মত আজ এই পেশাদাররা বাজার চিন্তায় বিভোর হয়ে, বে-সরকারীস্তরেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রতিদিন পুনরুজ্জীবিত করে চলেছে। এরাই হল আজকের কায়েমী স্বার্থরক্ষার পবিত্র পুরোহিত—অত্যন্ত নির্মল, একেবারে দলগন্ধশূন্য সদাশিব, ‘পরমকল্যাণবরেষু’ গাড়ুর মত ক্রমাগত জল ঢেলে পাপ ধুয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে এই ধরনের সংস্থা গড়ে দিয়ে সরকার তার হক অটুট রেখে বলে চলেছে, ‘হামি কচ্ছু জানে না’।

মানুষরে বিভ্রান্ত করার এই নয়া উদারবাদী কায়দায় মার্কিন বা কানাডার মানুষেরাও বিভ্রান্ত হয়েছেন। ২০০৮-এরপর শেয়ার বাজার-এর ধস সামলাতে আমেরিকা তার federal reserve খুলে দিয়ে মুমূর্ষু অর্থলগ্নী সংস্থাগুলোকে বাঁচানোর মরিয়া প্রয়াসকে ওদেশের মানুষ অতি সহজে মেনে নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের করের টাকায় যখন এইরকম একজন লগ্নিসংস্থার কর্ণধার তার পায়খানার কমোডটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ছিল, তখনো মানুষ নিশ্চুপ হয়ে দেখেছিল। ওবামা একটু মৃদু ধমক দিয়েছিল—এই মাত্র।

এই দলহীন পেশাদারেরা ক্রমাগত রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গি বুদ্ধিজীবিদের মতো বোঝাতে তৎপর যে, এছাড়া অন্য কিছু উপায় নেই বা ওটা কোন ব্যাপার নয়, অথবা এসবই ছোট্ট ঘটনা। শাসকশ্রেণির দর্শন এবং তৎসহ তাদের বাটপারিকে common sense-এর স্তরে নামিয়ে এনে, গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে—যাতে তার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা যুক্তি গণমনে কোন রেখাপাত করতে না পারে। অর্থাৎ, 'কী বা করা যাবে' গোছের একটা মেনে নেওয়া গণমানসিকতা তৈরি করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার নিজেকে আড়ালে রাখে, এই ধরনের অধস্তরীয় সংস্থা এবং দলহীন পেশাদারদের কাজে লাগিয়ে; এটাই নাগরিক সমাজকে কায়েমী স্বার্থ-এ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট চালাকি। আধুনিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র এই চালাকির মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। সোভিয়েত পরবর্তী জমানার এটাই দস্তুর।

উদারবাদ, নাগরিক সমাজ ও আধুনিক রাষ্ট্র

দলবিযুক্ত পেশাদার সন্নিবিষ্ট সরকারের অধস্তরীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ গ্রহণের প্রবণতার ঝোঁক স্পষ্ট। দেখানো হয়, রাষ্ট্রকেন্দ্রের তেমন কিছুই করার নেই। বিশেষজ্ঞও পেশাদাররা যা বলছেন, সরকার বাধ্যছেলের মত তাই শুনছেন ও করছেন।

এই ব্যবস্থার দুটো সুবিধা আছে—

১) রাষ্ট্র-কেন্দ্রের একটা পাকাপোক্ত নির্মোক তৈরী হয়,

২) শিখণ্ডি খাড়া করে রাষ্ট্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামকে ভোঁতা করা যায়।

সাধারণ নাগরিক সমাজ থেকে বিশেষজ্ঞ বেছে নিয়ে এই ধরনের সংস্থার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার কায়দা প্রথম থ্যাচার ইংল্যান্ড-এ গ্রহণ করেন। এই পেশাদার দলহীন উদারবাদী মানুষেরা ইত্যাকার সংস্থার মাধ্যমে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। UNO পর্যন্ত, নাগরিক সমাজের নামে এই ধরনের NGO এবার parastatal সংগঠনকে প্রচুর মদত দেয়। এরাই আজ বকলমে জীবনের নিয়ন্ত্রক।

শেয়ার বাজার—সিদ্ধান্তের মাপকাঠি

হিতসাধিনী সভা তুল্য NGO ছাড়াও, সরকার নিযুক্ত নিয়ন্ত্রক হুকুমত (governance) সংস্থাগুলো, অর্থনীতির প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত। বিলগ্নী, ব্যাঙ্ক সংস্কার/সংযুক্তিকরণ, রেল ও বিমান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা বেসরকারীকরণ, মায় মোবাইল phone recharge-এর মুল্য নির্দ্ধারণ, গ্যাস-পেট্রোল-ডিজেল-এর দাম এরকম সবক্ষেত্রেই এই হুকুমত-এর আস্ফালন।

এই ব্যবস্থারই অপর নাম 'Less government, more governance'. মানুষ একটি সরকারকে কাজের জন্য নির্বাচিত করে—কিন্তু, কাজের সিদ্ধান্ত তুলে দেওয়া হচ্ছে এমন কিছু মানুষের উপর যারা স্বাধীন,

পেশাদার, নির্বাচকদের প্রতি দায়বদ্ধতাহীন, কেবল উদারনীতির কাছে বিবেক, বুদ্ধি বন্ধক দেওয়া পেশাদার পরামর্শদাতা (consultant), দেশের সংবিধানের প্রতিও এদের কোনও শপথ বা দায়বদ্ধতা নেই। নব্য উদারবাদের এরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নির্বাচনে জিতে আসা একটা দলের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। এই consultant-দের সে সব নেই। তারা মুক্ত। একচেটিয়াকরণ আর মুনাফা ছাড়া কিছু বোঝেন না। ওটাও ধ্যানজ্ঞান।

সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে দলকে জিতিয়ে সরকারে বসাবে। আর রাজনৈতিক-সমাজ তার কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবে এই দলহীন মানুষ ঠাসা অধস্তরীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে। আপাত এই ভিন্নতার মধ্যে যে চালাকী লুকিয়ে আছে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয় যখন কেলেঙ্কারী সকল সামনে এসে পরে। বোঝা যায় নির্মোকের আড়ালে সরকারই সব কলকাঠি নাড়ছে—কেবল নিরপেক্ষতার ভেক ধরতে হচ্ছে।

যে কোন সিদ্ধান্তের ফলে যদি শেয়ারবাজার চাঙ্গা হয়ে ওঠে তাহলেই সে সিদ্ধান্ত সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই মত প্রচার ও রচনা করা হয়।

কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ ও ধনবৈষম্য

প্রতিযোগিতা ছিল মার্কিন ব্যবস্থার গর্ব। আরও কম দামে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করার পারদর্শিতা, এক একটি সংস্থার উৎকর্ষতার মান চিহ্নিত করতো। সোভিয়েত-এর পতনের পর রেগান বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজি পুঞ্জিকরণের অনুমতি দিয়েছিল, যাতে আরও সস্তায় পণ্য সরবরাহ করা যায়। বলাবাহুল্য, কোন পণ্যর দাম নিম্নগামী হয়নি, তবে একত্রিকরণের মাধ্যমে প্রতিটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু-একটি বৃহৎ কর্পোরেট-এর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছে।

মাত্র দুটি সংস্থা মার্কিন Beer-এর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। চারটি বিমান সংস্থা গোটা বিমান ব্যবসাকে কুক্ষিগত করেছে। Google ৯০% online search নিয়ন্ত্রণ করে। Facebook ৭০% on line লেন-দেন-এর অংশীদার। পণ্যর বিভিন্নতা আছে, কিন্তু মানুষের জন্ম থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত সবটাই প্রকৃতপক্ষে একটি বা দুটি বাণিজ্যিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ-এ চলে। ৭৫% শিল্পই পুঞ্জিভূত হয়ে পড়েছে খোদ আমেরিকায়। আমেরিকা আজ একটি প্রতিযোগিতাহীন ধনতন্ত্র।

Google, Amazon, Facebook বিগত এক যুগে প্রায় ৫০০ সংস্থাকে গিলে খেয়েছে। পণ্যর দাম কমার বদলে প্রতিটি সংস্থা একত্রিকরনের মধ্যে দিয়ে পণ্যরদাম আরও বাড়তে থাকে। একচেটিয়া (monopoly) ব্যবস্থায় এটা হতে বাধ্য। এই পুঞ্জিভবন হল ধনবৈষম্যর অন্যতম কারণ। বিশ্বের অর্দ্ধেক সম্পদের মালিক হল মাত্র আটজন—বিল গেটস্।। আমানসিও ওর্তেগা।। ওয়ানে বাফেট।। জেফ বোজেস।। কার্লোল স্লিম হেলু।। মার্ক জুকেরবার্গ।। ল্যারী হেলিসন ও ব্লুমবার্গ।। এদের সম্পত্তি ৩৬০ কোটি মানুষের সম্পত্তির সমান। অক্সফ্যাম ইন্টারনেশনাল প্রায়শই এইরকম তথ্য দিয়ে পৃথিবীর আসল চেহারাটা তুলে ধরে।

ধনবৈষম্য উপশম-এর টোটকা নিয়ে ইদানিং শোরগোল হচ্ছে। ফ্রান্স-এর পিকেত্তি সাহেব চড়া হারে সম্পত্তিকর চাপানোর সুপারিশ করেছেন। তিনিও খুব ভাল করেই জানেন তা হবার নয়। মার্কিনমুলুকে নতুন করে প্রতিযোগিতা ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদকে রুখে দিয়ে ছোটখাট সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ফেরানার চিন্তা সোনার পাথরবাটি।

"All men are intellectual but not all men have in society the functon of intellectual:"

A Gramsci

অন্তত ২০ বছর লোকটির মস্তিষ্ক যাতে কাজ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষটাকে জেলে নিক্ষেপ করেছিল মুসোলিনি। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও চিকিৎসাহীনতার মধ্যেও গ্রামশ্চি তার অসামান্য কাজ করে গেছিলেন জেলে বসেই। পৃথিবীকে আমূল পাল্টে দেওয়ার লক্ষে যা আজও প্রাণিধানযোগ্য।

রাজনৈতিক সমাজ আর নাগরিক সমাজ-এ মিথষ্ক্রিয়া এবং সম্পর্ক বিষয়ে বিশদ আলোচনায় তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। সোভিয়েত পতনের পর নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে রাষ্ট্রশক্তির নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবী প্রয়োজন হয়। গ্রামশ্চি তিন ধরণের বুদ্ধিজীবিদের সনাক্ত করেছিলেন—যা যে কোন শ্রেণিশাসন এর মতাদর্শ (ideology) কে কায়েম বা বলবৎ রাখতে প্রয়োজন। মেনে নেওয়া বা সহমত-এর মাধ্যমে শাসন কায়েম রাখতে হলে শ্রেণির শাসন-এর মতাদর্শকে সাধারণ মানুষের বোঝাপড়ার স্তরে (common sense) নামিয়ে আনার প্রয়োজন। নিম্নোক্ত তিন ধরনের বুদ্ধিজীবী হল—

১) **সাবেকী বা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী** (Traditional)	তাদের পদবী বা ঐতিহ্যর উপর দাঁড়িয়ে সামাজিক কর্মে লিপ্ত হয়—যেমন পুহোহিত, চার্চ-এর father ইত্যাদি।
২) **বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী** (Specialized)	সমাজের কাজের বিভাজন (division of Labour)-এর মধ্যে এদের কাজ নিহিত—যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ম্যানেজার।
৩) **কর্মী বুদ্ধিজীবী** (Organic)	এরা নেতৃত্ব দেন, সংগঠিত করেন এবং তাদের ভূমিকা সমাজকে প্রভাবিত করে।

এই তিন ধরনের বুদ্ধিজীবিকেই আধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুনকায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনাতে এদেরকে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনে ঠেসে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র তার শ্রেণি শাসনকে আরও পোক্ত করতে চায়। সর্বোপরি বিরুদ্ধ বা খেটে খাওয়া মানুষের বিপ্রতীপ মতাদর্শ এবং আন্দোলনকে ভোঁতা বা স্তিমিত করতে চায়। এটা তারা নিশ্চিত যে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন-এর সম্পর্ক হতে উঠে আসা দ্বন্দ্ব কিছুতেই নিরসন হওয়ার নয়। তাই, কায়েমী স্বার্থে প্রয়োজন হয় তৃতীয় শ্রেণির বুদ্ধিজীবিদের, যারা আনুভূমিক (horizontal) ও উলম্ব (vertical) স্তরে কর্মরত হয়। এই দুই বা তিনপ্রকার মানুষকেই কাজে লাগায় আজকের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাজনৈতিক সমাজ আর নাগরিক সমাজের মধ্যে উপরিউক্ত ২-য় বর্গ বুদ্ধিজীবীরা উলম্ব (vertical) অবস্থানে কাজ করেন। অপর দুটি বর্গের মূল কাজ আনুভূমিক (horizontal). অর্থাৎ মুলত নাগরিক সমাজে।

ভিত্তি (Base) ও উপরিকাঠামো (superstructure)

সোভিয়েত-এর পতনের পর থেকে আজকের উদারবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে কায়দায় নিজেকে পরিচালনা করছে এবং জনগণকে সবসময় একের পর এক ভ্রান্তচেতনায় প্রাণিত করছে তা স্পষ্ট করার জন্য সমাজের ভিত্তি (Base) এবং উপরিকাঠামোর একটা চিত্র দেওয়া হল—

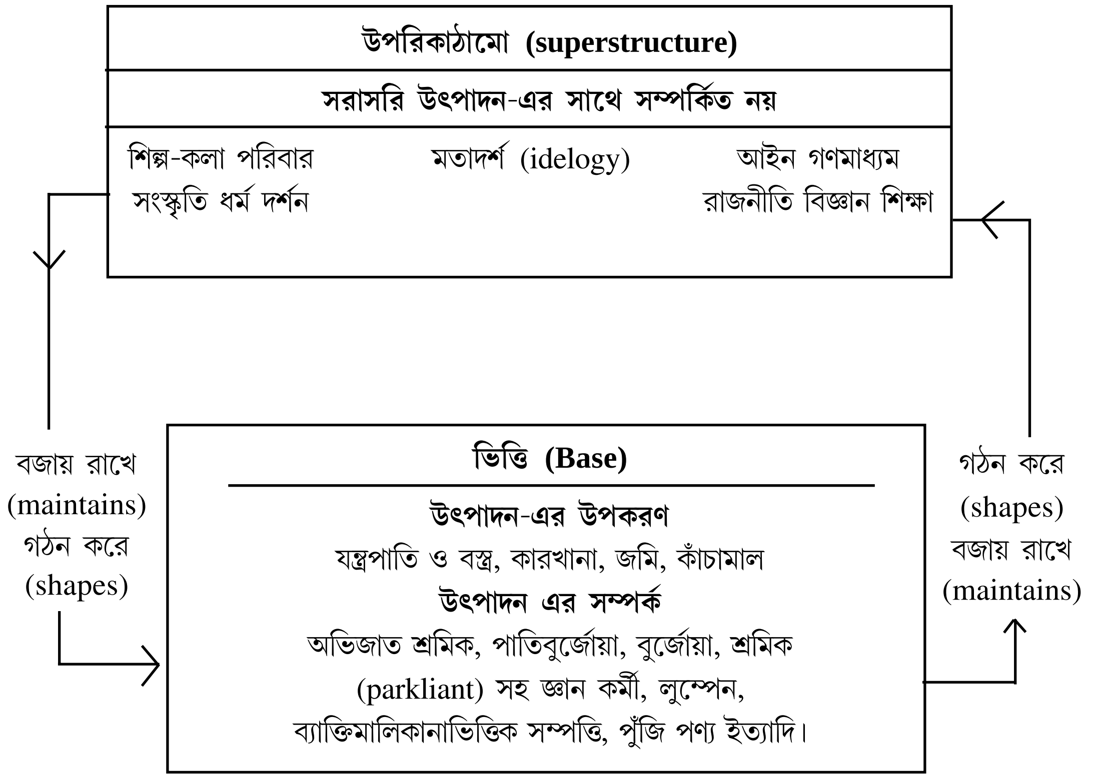

উপরি—চিত্রিত কাঠামোতে Base প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং গঠন ও নির্দ্ধারণ করে উপরিকাঠামোকে। এই সম্পর্কটি স্ক্রু-এর মত পেঁচিয়ে চক্র আকারে গমন করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারিগরির উলম্ফন (Technological revolution) ঘটলে উপরিকাঠামোতেও তার প্রভাব ঘটে। বৈদ্যুতিন বিপ্লবের ফলেই দেশে দেশে সাইবার আইন প্রণয়ন করতে হয়। তেমনি, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন হল, উদারনীতির জমানাতে রাষ্ট্র পরিচালনার কায়দায় যেভাবে হক্ ও হুকুমের মধ্যে আপাত দুরত্ব ঘটিয়ে মানুষকে ভ্রান্ত চেতনার পর্যুদস্ত করা হচ্ছে, তার থেকে পরিত্রাণের রাস্তাটা কী?

পরিশিষ্ট

একটা কথা স্পষ্ট করে বোঝার প্রয়োজন যে নাগরিক সমাজকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার কায়দায় (১) ব্যাপক ধনবৈষম্য দেখা দিয়েছে (২) মানুষ চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে (৩) অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়াকরণ চলছে। এমতঅবস্থায় বিকল্প মতাদর্শর (idelogy)-র আধিপত্য (hegemony) তৈরী করার কাজ করতে হবে। (৪) নির্বাচিত আইন সভাগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যারা কর্মী বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য বর্গের বুদ্ধিজীবী এবং যারা এই দুঃসহ ব্যবস্থার অবসান চায়, তাঁদের

অবশ্যই ভূমিকা দাবী করছে ইতিহাস। বৃত্তিমুলক সংগঠন, সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা চিরকালই রয়েছে এবং আছে।

আপসে আপ কোন কিছু হয় না—হবেও না। চরম দারিদ্র বিপ্লব ঘটায় না—প্রয়োজন বিকল্প মতাদর্শ গঠন ও প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজজীবনে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত সৃষ্ট যে কোন ঘটনার সূত্রে তৎক্ষণাৎ বিপ্রতীপ বক্তব্য হাজির করে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও চেতনায় অগ্রবর্তী বোধে উপনীত করতে হবে। একাজ, শত্রুর যাবতীয় ছলচাতুরীকে ছিন্ন করেই এবং শত্রুর চোখে চোখ রেখেই করার দাবী রাখে। 'যে বলে হামি কচ্ছু জানি না', বুঝতে হবে সেই-ই পালের গোদা।

সমাজে, ট্রেড-ইউনিয়ন সহ আনুভূমিক যে সব সংগঠন ও সংস্থা কাজ করছে, তার কর্মী বুদ্ধিজীবি বা কর্মী নেতৃত্ব, যে নামেই ডাকুন না কেন, তাঁদের (organic intelletual) ক্ষেত্রে এই বিষয়ীগত উপলব্ধি, ব্যাখ্যা এবং জনসাধারণ-এর মধ্যে তা গ্রহণযোগ্য প্রচার সবথেকে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রহণযোগ্যতা আহরণ করতে গেলে, বিকল্প মতাদর্শ (Ideology)- চর্চা, স্থির লক্ষের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছ (ethical transparency) জনমনকে নিশ্চিত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। শ্রেণী শোষণমুক্তির লড়াই-এর উপর অন্য কোন সংগ্রামের স্থান হতে পারেনা। তাই, বিকল্প মতাদর্শ বিকাশের পথে, সর্বক্ষণ ভবিষ্যতের লড়াইয়ে সূতো পাকানোর কাজটাই মাথার মধ্যে রাখার প্রয়োজন। বিকল্প মতাদর্শ গড়ে তোলাই হোক আজকের সংকল্প। সেই চ্যালেঞ্জ সংগঠনকে গ্রহণ করতেই হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা (২৪.০৯.২০১৮)

ষোড়শ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে গত ২৪.০৯.২০১৮ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এইসভার কাজ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রণব দত্ত, অন্যতম সহ-সভাপতিদ্বয় গৌতম কুমার সাঁতরা এবং সোমা গাংগুলীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সাম্প্রতি কালপর্বে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রয়াতদের স্মরণে 'শোক-প্রস্তাব' উত্থাপিত হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সভাস্থসকলে প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার 'এ্যাজেন্ডা নোট'-কে সামনে রেখে তাঁর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের অগ্রগতি, সংগঠন ও আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সানুপুঙ্খ আলোচনার ভিত্তিতে আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন। উপস্থিত ১৭টি জেলার প্রতিনিধি এবং ৩জন জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদক সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সভার সামনে রাখেন। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উত্থাপিত প্রসঙ্গ ও কোষাধ্যক্ষের পেশকৃত আয়-ব্যয় তথ্যাদির উপর জেলা থেকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক দিব্যসুন্দর ঘোষ। জবাবী ভাষণ অন্তে সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা সভা থেকে সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নীচে বিবৃত করা হলঃ-

আশু করণীয় বিষয়ক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

- সংগঠন নির্বিশেষে নবাগতদের যুক্ত করে সমস্ত জেলায় 'কর্মশালা'-র উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মশালা যেমন ভূমি সংস্কারের কাজে যুক্ত কর্মীদের দক্ষতা বাড়াবে, ঠিক তেমনি ক্যাডার ঐক্য গড়ে তোলার সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। বর্তমান বাস্তবতায় যার গুরুত্ব অপরিসীম।
- সমস্ত ইউনিটে বাস্তবতা অনুযায়ী কমিটি সভা কিংবা সাধারণ সভার উদ্যোগ নিতে হবে। জেলা কমিটির তৎপরতা ভিন্ন ইউনিটগুলিকে সক্রিয় করা যাবে না। প্রয়োজনে একাধিক ইউনিটকে যুক্ত করে সভা করা যেতে পারে।
- পূজাবকাশের পর (নভেঃ-ডিসেঃ, ২০১৮) সমস্ত জোনে জোনাল সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় যেমন জেলা/ইউনিট কমিটির ফাংশানিং নিয়ে আলোচনা হবে, ঠিক তেমনি জেলায় বকেয়া অডিট সম্পন্ন করতে হবে। জোনাল সম্পাদকগণ বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন।
- নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জেলার বাস্তবতা অনুযায়ী 'মিলনমেলা'-র আয়োজন করতে হবে। ছোট জেলার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে একাধিক জেলা যৌথভাবে 'মিলনমেলা'-র আয়োজন করতে পারে।
- সার্ভিস প্রসঙ্গে সংগঠনের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধিতে ধারণ করে বিভেদপন্থীদের যাবতীয় বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারে বাধা দেবার সাহসী পদক্ষেপ কর্মী-নেতৃত্ব সহ সমস্ত অনুগামীদেরই গ্রহণ করতে হবে।
- বকেয়া ডি.এ. ও পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের দাবীতে আহুত যাবতীয় সার্বিক আন্দোলন কর্মসূচীকে নৈতিক সমর্থনের দৃঢ়তা সাংগঠনিকভাবে অর্জন করা জরুরী এবং বাস্তবতা ও সাধ্য অনুযায়ী সক্রিয় অংশগ্রহণও জরুরী।

- আগামী ৬ই অক্টোবর বেলা ২টায় ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত 'অভ্যর্থনা কমিটি'-র সমাপ্তিসূচক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা (৮.১২.২০১৮)

ষোড়শ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে গত ৮.১২.২০১৮ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভার কাজ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রণব দত্ত, অন্যতম সহ-সভাপতিদ্বয় গৌতম কুমার সাঁতরা এবং সোমা গাংগুলীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক কালপর্বে প্রয়াতদের স্মরণে 'শোক-প্রস্তাব' উত্থাপিত হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সভাস্থ সকলে প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার 'এ্যাজেন্ডা নোট'-কে সামনে রেখে তাঁর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের অগ্রগতি, সংগঠন ও আন্দোলন-ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সানুপুঙ্খ আলোচনার ভিত্তিতে আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন। উপস্থিত ১৭টি জেলার প্রতিনিধি এবং ৩ জন জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদক সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সভার সামনে রাখেন। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উত্থাপিত প্রসঙ্গ ও কোষাধ্যক্ষের পেশকৃত আয়-ব্যয় তথ্যাদির উপর জেলা থেকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি। জবাবী ভাষণ অন্তে সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা সভা থেকে সর্বসম্মিতি ক্রমে গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনার নির্যাস ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নীচে বিবৃত করা হলঃ-

১. পরিস্থিতির পর্যালোচনা ঃ

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আজ কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে। দেশবাসীর নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে রাজনীতির পরিসর, মানুষের স্বাধীনভাবে জীবন ও জীবিকা নির্বাহকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে স্ব-ঘোষিত প্রতিভূ হিসাবে মৌলবাদী শক্তির হুঙ্কার। এই স্বৈরাচারী শক্তি, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য কখনো দেশদ্রোহিতা, কখনো আবার শহুরে নকশাল ধুয়ো তুলছে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, আর্থিক দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, বেকারত্ব ও কৃষিঋণের ফাঁদ-এই সব মূলগত বিষয়গুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় স্তর থেকে রাজ্যস্তরে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। মিডিয়া এদের দোসর হিসাবে কাজ করছে।

কৃষক থেকে শ্রমিক কর্মচারী সর্বস্তরের মানুষ জোট বাঁধছে। তৈরী হচ্ছে প্রতিরোধের বাঁধ। বিকল্প শক্তির সন্ধানে সক্রিয় হচ্ছে রাজনৈতিক তৎপরতা।

এই রাজ্যে বর্তমানে সংগঠন করার অধিকার-ই চ্যালেঞ্জের মুখে। বিভিন্ন দপ্তরে সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটানো

হয়েছে। এমনকি ডি.এ, পে-কমিশনসহ ন্যায্য দাবীদাওয়া অর্জনের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে আন্দোলনরত কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করানো হচ্ছে এবং রাতারাতি নেতৃত্ব-কর্মীদের দূরবর্তীস্থানে বদলী করা হচ্ছে। চূড়ান্ত ভয়ের পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। আগামী দিনে আরো কড়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতিও দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত। সুযোগ নিচ্ছে দক্ষিণপন্থী শক্তি। একই সঙ্গে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগ্রামগুলিও লড়াইয়ের ময়দানে আরও বেশী সংখ্যায় সংহত হচ্ছে যা অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য ইঙ্গিতবাহী।

২. বিগত কর্মসূচী :

২.১ কর্মশালা :

গত ২৯/০৯/২০১৮ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যেখান পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্যগণ এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। LR Act ও CLR বিষয়ক আলোচনায় সদস্যরা, বিশেষত নবাগত সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সংগঠনকে অনুপ্রাণিত করেছে। আগামীদিনে অন্যান্য জেলাকেও এ ধরনের কর্মসূচী সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

২.২ **বিগত ৬ই অক্টোবর,** ১৮ যোড়শ দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সমাপ্তি অনুষ্ঠান মৌলালিস্থিত সমিতি দপ্তরে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. সংগঠন আন্দোলন :

৩.১ সদস্যপদ পুণর্নবীকরণ:

আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত সদস্যবন্ধুদের পুনর্ণবীকরণ অবশ্যই নিশ্চিত করতে জেলা কমিটিগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এই মর্মে কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিস্তারিত Report করতে হবে।

৩.২ নবাগত WBSLRS GR-I প্রসঙ্গে :

২০১৬ ব্যাচের ১১৯ জন নবাগত ARTI এবং LMTC-র Trainning শেষ করে কাজে যোগদান করেছেন। আরও ৩৭ জনের VR সম্পন্ন হলেও Department থেকে তাদের Appointment Letter পাঠানো হয় নি।

নবাগতদের সদস্যভুক্তির বিষয়ে সাফল্যের ক্ষেত্রে আরও বৃদ্ধির সুযোগ আছে। একাজে যোগাযোগের ঘাটতি দূর করতে হবে। সাংগঠনিকভাবে Communication-Gap রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটিগুলির এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিগত কালপর্বে সংগঠনের সদস্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হাওড়া, ঝাড়গ্রাম জেলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

৩.৩ মুখপত্র :

সমিতির মুখপত্র প্রকাশ নিয়মিতভাবে করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে জেলাস্তরে

মুখপত্রের বণ্টনের দুর্বলতা ও পঠনের অনীহা কাটাতে উদ্যোগী হতে হবে। নতুবা বিভেদপন্থী ও বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারকে প্রতিহত করার কাজ যথার্থভাবে করা যাবে না।

৩.৪ তহবিল

৩.৪.১ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জেলা কমিটিগুলি কর্তৃক গচ্ছিত তহবিলের হিসাব পেশ করা হয়। নদীয়া, পূর্ব-মেদিনীপুর সহ আরো কয়েকটি জেলা কমিটি এ বিষয়ে বাস্তবোচিত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেকের বিষয়টির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

৪. Service প্রসঙ্গে :

বিভাগীয় 'Cadre'দের 'Service' এর প্রসঙ্গটি আলোচ্য কালপর্বে বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে। যতদূর জানা গেছে যে এ সংক্রান্ত একটি File Finance Department থেকে CMO-তে গেছে। তবে Cadre Strength কত হবে এবং তার Form টাই বা কী হবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বিষয়ক অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট—বিগত ২টি রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে যে দাবী তুলে ধরা হয়েছে তার মোদ্দা কথা হল—১) এ যাবৎ প্রাপ্ত আমাদের কোন অর্জিত অধিকার হরণ করা চলবে না, ২) আমাদের Base-Cadre অর্থাৎ WBSLRS Gr 1 এর স্বার্থহানিকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না এবং ৩) তিনটি ক্যাডার স্তরের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

আমাদের আশঙ্কা যদি Cadre Strength এর সংকোচন করে কোনরকম Service গঠিত হয় তবে RO রা এমনকি SRO-II দেরও এক অংশ চরমভাবে বঞ্চিত হবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বহুপূর্বে আঁচ করেই আমরা আমাদের ক্যাডার স্তরের অপরাপর দু'টি সংগঠনের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম—সংগঠন নির্বিশেষে সমস্ত ক্যাডারদের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে উক্ত সংগঠনগুলির তরফ থেকে পরবর্তীকালে কোন সদর্থক সাড়া মেলেনি।

৫. ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্র :

৫.১ পদোন্নতি :

১৭ জন SRO-II Promotion পেয়ে SRO-I হয়েছেন। Promotion order ও প্রকাশিত। Posting order হয়নি। ৫১জন SRO-II, Promotion পেয়ে WBCS (Exe). হতে চলেছেন। Willing এবং Un-willing SRO-II ধরেই Zone of Consideration তালিকা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে এই Promotion প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমিতিগতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে Willing এবং elligible-SRO-II দের মধ্য থেকে zone of Consideration নির্ধারণ করার। পুনরায় এ বিষয়ে একটি পত্র অতি সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। RO থেকে SRO-II তে Promotion এর কোনো প্রস্তাব এ মুহূর্তে বিভাগীয়স্তরে আলোচনাধীন নয়। বস্তুত: SRO-II promotion

না হলেও দূরবর্তী জেলায় অবস্থানকারী SRO-II রা নিজ জেলায় ফেরাবেন না—কর্তৃপক্ষের এমনই মনোভাব। এ বিষয়ে পুনরায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পত্র অতি সম্প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।

A ও B Zone এ অবস্থানকারী RO-রা সময় উত্তীর্ণ হলেও নিজ জেলায় ফিরতে পারছেন না। এ বিষয়ে অধিকর্তার চরম উদাসীনতা কাজ করছে।

৫.২ বদলী :

কেন্দ্রীয় কমিটি লক্ষ্য করছে যে Longest stay ধরে, SRO-I ও SRO-II দের জন্য যে আদেশনামাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকমভাবে কার্যকর হচ্ছে। মুখ্যত: আমাদের সদ্যসরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী। জেলা কমিটিগুলিকে এ বিষয়ে নজরদারী রাখতে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিটির নজরে আনতে বলা হচ্ছে।

৬. আশু করণীয় বিষয়ক গৃহীত প্রস্তাব :

৬.১ আগামী ১৪ই জানুয়ারীর মধ্যে সমস্ত জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটি সভা করতে হবে। জোনাল সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধি সেখানে হাজির থাকবে।

৬.২ 'কর্মশালা" আয়োজন করে সংগঠন নির্বিশেষে নবাগতদের হাজির করানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এর ফলে কর্মচারীদের দক্ষতাও যেমন বাড়বে, ক্যাডার ঐক্য ও কর্মচারী সমন্বয় গড়ে উঠবে।

৬.৩ জেলার পুনর্ণবীকরণের সর্বশেষ অবস্থা লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৬.৪ সমস্ত সদস্যদের সুনির্দিষ্ট তথ্যপঞ্জি তৈরীর জন্য জেলাগুলি উদ্যোগ নেবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যে Proforma দেওয়া হয়েছে, তা অবিলম্বে পূরণ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

৬.৫ মিলন মেলার আয়োজন করতে হবে এবং তার স্থানও তারিখ কেন্দ্রীয় দপ্তরে জানাতে হবে।

৬.৬ Service সংক্রান্ত বিষয়ে সংগঠনের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধিতে রেখে বিভেদকামীদের অপপ্রচারকে নস্যাৎ করতে হবে।

৬.৭ বকেয়া D.A., Pay Commission Report প্রকাশ ও রূপায়ণের দাবীতে আহূত যাবতীয় সার্বিক আন্দোলন কর্মসূচীকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সমিতিগত তৎপরতা

SRO-II থেকে WBCS (Exe) পদে প্রোমোশন প্রদানের ক্ষেত্রে Zone of Consideration থেকে Unwilling candidate-দের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ইচ্ছুকদের নাম Eligibility triterion-এর ভিত্তিতে বিবেচনা করে এ বিষয়ে যথাবিধ তৎপরতা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সমিতির পক্ষ থেকে একখানি পত্র দেওয়া হয়েছে। সেটি সকলের জ্ঞাতার্থে নীচে মুদ্রিত করা হ'লঃ—

ASSOCIATION OF LAND & LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL
MOULALI PLAZA, 113/A, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD,
KOLKATA-700 014.

Memo. No. :- 17/ALLO/2018 **Date: 27/11/2018**

To
The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department.
Government of West Bengal,
Nabanna, Howrah.

Sub: Preparation of List of SRO-IIs who are willing to join the cadre of W.B.C.S(Exe.).

Sir,

Our Association came to know that the quota of the feeder cadres to the W.B.C.S(Exe.) is going to be filled up soon.

Like every year the list of SRO-IIs will have to be prepared at the earliest.

Our Association is under deep anxiety that, like previous years the list of SRO-IIs may mechanically and whimsically be prepared, incorporating the name of SRO-IIs who have in writing expressed their un-wiliness to join the cadre in the W.B.C.S.(Exe.), and living out the names of the willing and eligible SRO-IIs down the line, under the pretext of preparing the list strictly according to the gradation/merit list, without considering their unwillingness.

Such experience in earlier occasion had created a great disadvantage to the willing SRO-IIs. On the other hand, it rendered the exercise of procuring the written option of willingness to join the cadre of W.B.C.S.(Exe.) from SRO-IIs, futile.

Last year, we wrote against this futile exercise, which snatched away the carrier prospects and upward movements from the eligible and willing SRO-II candidates.

Hence, on behalf of our Association we earnestly urge to kindly prepare the list of SRO-IIs taking into consideration of willing candidates only. Not a single unwilling SRO-IIs should be included in the zone of consideration.

The matter may please be considered as extremely urgent.

Yours faithfully,

Sd/- **Chanchal Samajdar**
General Secretary

Memo. No. 17/1(2)/ALLO/2018 **Date: 27/11/2018**

Copy forwarded to:-

1. **The Chairman, Public Service Commission, West Bengal, for his kind perusal.**
2. **The Jt. Secretary, Personnel & Administrative Reforms, Government of West Bengal, for his kind information.**
3. **The Director of Land Records & Surveys and Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, for his kind information.**

অবিলম্বে এরই পাশাপাশি R.O-থেকে SRO II পদে শূন্যপদ পূরণ করার দাবী জানিয়ে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের মাননীয় প্রধান সচিব সমীপে সমিতির পক্ষ থেকে স্মারক 18/ALLO/2018 dated 27.11.2018 মূলে একটি পত্র প্রদান করা হয়েছে, যার অনুলিপি মাননীয় ভূমি অধিকর্তা ও জরিপ লেখ্য মহোদয়কেও প্রদত্ত হয়েছে যাতে এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্তর থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

বিশেষ প্রশাসনিক আদেশমূলে যে-সমস্ত R.O-রা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে জরুরি ভিত্তিতে পুরুলিয়া জেলায় বদলি হয়েছিলেন, তাঁদের সত্বর Home District / Proximate Zone-এ ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে মাননীয় ভূমি-অধিকর্তার নিকট সমিতির পক্ষ থেকে একখানি পত্র প্রদান করা হয়। সকলের অবগতির জন্য নীচে সেটি মুদ্রিত করা হ'লঃ—

ASSOCIATION OF LAND & LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL
CENTRAL COMMITTEE

Memo. No. 03 /ALLO/2019 Date: 01 /02 /2019

To,
The Director of Land Records & Surveys &
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata- 700 027.

Sub: **Transfer of Revenue Officers from the district of Purulia, West Bengal.**

Ref: Your Office Memo. No. 300/976/1(80)B-II/18 Dated. 10/12/2018.

Sir,

This is to bring to your kind attention that as per above order, several Revenue Officers from all over West Bengal were drafted to Purulia for completion of LR works in that district.

Most of the ROs, who were serving far from their home district and were on the verge of transfer to their home when the order to Purulia was passed. At present the duration of their stay in Purulia is about to expireby end of February as per the above order.

Hence, on behalf of our association, we urge to kindly order the existing eligible ROs to their respective home districts.

The requirement of ROs in Purulia district may be fulfilled by the incoming fresh WBSLRS Gr-I (ROs).

Such circulation of ROs will ensure induction of fresh blood in Purulia to expedite the pending work, as well as relieve the existing ROs in Purulia to avail home facility for some time before their promotion to the cadre of SRO II.

This is for your kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,

Sd/- **Chanchal Samajder**
General Secretary

Memo. No. 03/1/ALLO/2019 Date: 01/ 02/2019

Copy forwarded to:-

The Principal Secretary&Land Reforms Commissioner, Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal, for his kind information.

বৃত্তিগত প্রসঙ্গ

ভূমি-সংস্কার বিধির সাম্প্রতিক সংশোধনী প্রসঙ্গে

আশিস কুমার গুপ্ত

গত ৪.২.২০১৯ তারিখে West Bengal Land Reforms Rules, 1965 বা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধি, ১৯৬৫-র Rule 21 বা ২১ নং বিধির সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে 'নোটিফিকেশন' আকারে। সত্যি বলতে কি, বিগত প্রায় এক মাস ধরে এই Rule 21-এর সম্ভাব্য সংশোধনী বা Amendment নিয়ে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, এমনকি খানিকটা আশঙ্কাও ছিল তুঙ্গে। স্বাভাবিকভাবে দায়িত্বশীল ও ক্যাডারস্বার্থবাহী একটি সংগঠন হিসাবে ALLO সংগঠনকেও বিষয়টির উপরে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তরে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এরই মধ্যে জেলার রাজস্ব আধিকারিকদের নূতন সম্ভাব্য Rule-এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভাগীয় Training-ও অনুষ্ঠিত হয়।

সংশোধনীতে দৃষ্টিপাত করার আগে আমরা WBLR Rules-এর মূল Rule-21টি কি ছিল তা একঝলক দেখে নিতে পারি। মূল যে Rule-21 তা "Manner of maintenance of record of rights"-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত; এই Rule-21 সময়ের প্রয়োজনের সাথে সাথে একাধিকবার amended বা সংশোধিত হয়েছে, শেষ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ছিল ১৯৮১ সালে। যখন Notification No. 1998-L Ref/2-R3-3/80 dated 2/5/81 দ্বারা Rule 21-কে নূতন করে সাজানো হয়। আমরা আলোচ্য ২০১৯-এর সংশোধনীর আগের Rule-21টি একবার দেখে নিই—

"21. Manner of maintenance of record-of-rights.—(1) Whenever change is required to be made in the record-of-rights on account of any of the causes mentioned in clauses *(a)* to (f) of section 50, the matter shall be brought to 'the notice of the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date the village record-of-rights and all papers containing the original orders passed in mutation and other cases or authenticated copies of such orders shall be made available to him. On receipt of the original orders or authenticated copies thereof the Revenue Officer shall make necessary corrections in the record-of-righls and shall subscribe his dated signature to such corrections noting the authority under which the corrections have been made. After the corrections have been made, the Revenue Officer shall inform the parties concerned and, if necessary, the Settlement Department of the changes made in the record-of-rights.

(2)' Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), the Revenue Officer may, on his own motion, incorporate in the village rccord-of-rights any change on account of alteration in the mode of cultivation, for example, by a bargadar mentionedin clause *(e)* of section 50 after making such inquiry including on-the-spot and inspection, as he may deem fit, and after giving the persons interested an oppourtunity of being heard. Afler the change has been incorporated the Revenue Officer shall inform the parties

concerned and. if necessary, the Settlement Department of such change in the record-of-rights and shall grant to such bargadar a certificate in Form No. 8B or in Form No. 8C, as the case may be.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the Revenue Officer shall be deemed to act on his own motion even where an application or representation has been made to him by any person claiming to be entitled to be recorded as bargadar or by any other person on his behalf, not being a legal practitioner or an advocate.

(3) The parties interested shall be deemed to have been given an opportunity of being heard under sub-rule (2), if before one week of the inquiry, if any, or, where no inquiry is made, one week before incorporating in the village record-of-rights any change on account of clause (f) of section 50, the Revenue Officer publishes a notice of his intention to make an inquiry, or as the case may be, to incorporate any change as mentioned in sub-rule (2), by affixing a notice to some conspicuous part of the village/mouza in which the land affected is situated: and by affixing notice to a conspicuous place in the office of the Gram Panchayat within whose jurisdiction the land affected is situated.

(4) Anything done or any action taken under sub-rules (1), (2) and (3) as amended by Notification Nos. 3426-L. Ref.. dated the 19th September 1978, 1960-L. Ref.. dated the 26th May, 1979. 2224-L. Ref.. dated the llth June. 1979 and 1592-L. Ref., dated the 3()th July. I98O shall be deemed to have been validly done or taken with effect from the respective dates when such sub-rules had come into operation and that anything so done or any action so taken shall be deemed to have constituted an opportunity of being heard to each party entitled thereto.

বিগত কয়েক বছর ধরেই Registration দপ্তরের অফিসগুলির সাথে ল্যান্ড রেকর্ডস-এর যোগাযোগ স্থাপনের কাজটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছিল। তথাকথিত ‘Online Mutation’-এর concept-টিকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, অর্থাৎ একদিকে কোন জমি transfer-এর সময়ও Registration-এর সময় DSR বা ADSR অফিসগুলিতে Land Records-কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে Registration সম্পন্ন করা, এবং অন্যদিকে এই Registered দলিলের বলে mutation-কে সরলতর করা—তারই একটি প্রতিফলন হিসাবে ২০১৯-এর এই সংশোধনীকে ধরা যেতে পারে। প্রিয় সদস্যদের মনে থাকতে পারে যে ‘আলো’ সংগঠন Online mutation-কে স্বাগত জানিয়েও এর যে পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি ব্লকস্তরে বিদ্যমান ছিল ও এখনো অনেকক্ষেত্রে আছে (বিশেষত লিংক-এর সমস্যা), তা নিয়ে সর্বপ্রথম Single issue ভিত্তিক সাক্ষাৎকার দাবী করে DLR&S and Jt. LRC-র কাছে। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল উপযুক্ত memorandum সহ single issue ভিত্তিক deputation দিয়েছিলেন অধিকর্তার কাছে, যার ফলে ব্লকস্তরের রাজস্ব আধিকারিকদের প্রভূত বাস্তব সমস্যাগুলি সেই সময় তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল ও আজ যেটুকু উন্নতি এই সংক্রান্ত বিষয়ে আদায় করা গেছে, তা আমাদের সংগঠনের সেই লাগাতর দৃষ্টি আকর্ষণের ফসল। এরই মধ্যে ব্লকে ব্লকে flagging-এর কাজ শুরু হয়, অর্থাৎ যে জমিগুলি non-transferable (পাট্টা, হোমস্টেড অ্যাক্ট, ১৯৭৫-এর অধীনে রেকর্ড কৃত জমি ইত্যাদি), সেগুলিকে উপযুক্তভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ।

এরপর ৩১.১২.২০১৮ তারিখে ভূমিসংস্কার দপ্তরের 4202-LP Dated 31.12.2018 নং নোটিফিকেশনের মাধ্যমে Rule-21-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী বা Draft Amendment প্রকাশিত হয়। Draft Amendment-এ আমরা দেখতে পাই যে sub-rule(1) এর পরে আরো চারটি Sub-rule আনার প্রস্তাব করা হয়েছে—যথাক্রমে sub-rule (1A), (1B), (1C) ও (1D), মূল Sub-rule (1)-এ যেখানে "brough to the notice" কথাটি ছিল, সেটিকে substitute করে সরাসরি "brought to the notice either by electronically transmitted information on registration or by manually" কথাটি বলা হয়েছে, Sub-Rule (1A) থেকে (1D)-তে এই "Electronically transmitted information on registration" পাওয়ার পর Revenue officer কোন ক্ষেত্রে কিভাবে রেকর্ড পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে যাবেন, তা বলা হয়েছে; কোন ক্ষেত্রে নোটিস প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আছে, কোন ক্ষেত্রে নেই, কোন ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ রেকর্ড পরিবর্তিত হবে, কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অবধি অপেক্ষা করতে হবে—সবই এই প্রস্তাবিত draft Amendment-এ বলার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখেনিই Draft Amendment-এর Notificationটি—

The Kolkata Gazettee

PAUSA10]	MONDAY, DECEMBER 3 1, 2018	[SAKA 1940

PART 1—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Land & Land Reforms & R.R. & R Department
Land Policy Branch
Nabanna (6th Floor)
325, Sarat Chatterjee Road, P.O.-Shibpur, Howrah-711 102

NOTIFICATION

No. 4202-LP Dated 31 12 2018. - The following draft of amendments, which the Governor, in exercise of the power conferred by section 60 of the West Bengal Land Reforms Act. 1955 (West Ben. Act X of 1956) hereinafter referred to as the said Act), proposes to make in the West Bengal Land Reforms Rules. 1956. issued wuh this Department notification No. 15918-L. dated 15th September. 1966. published in *Calcutta Gazette, Extraordinary,* Part. I, dated 12th October. 1966 (hereinafter referred to as the said rules), is hereby published as required under sub-sectior (1) of the said section, for the information of persons likely to be aftected thereby.

The draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of its publication in the *Official Gazette* and any objection or suggestion with respect thereto, which may be received by the undersigned before the said date, shall be duly considered:-

Draft amendments

In rule 21 of the said rules,-

(1) in sub-rule (1), for the words "brought to the notice", *substitute* the words "brought

to the notice either by electronically transmitted information on registration or by manually";

(2) after sub-rule (1), *insert* the following sub-rules:-

"(1A) Unless otherwise provided in this rule, the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, shall, on receipt of an electronically transmitted intimation on registration under sub-rule (1) and after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, subject to the conditions that no objection has been received by such Revenue Officer within the specified period and all other conditions are fulfilled, and after the corrections have been so made, the Revenue Officer shall inform the parties concerned electronically:

Provided that where the proposed seller is the recorded *raiyat,* the Revenue Officer especially so empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, shall, without giving any notice in the website to all concerned for raising any objection under this sub-rule, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, on receipt of an electronically transmitted intimation of registration and subject to the payment of requisite fee for such corrections in the record-of-rights.

(1B) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, has made necessary corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (I A), the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall be deemed to have been complied with.

(1C) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights. is unable to make necessary' corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (1A) due to unavoidable circumstances, such Revenue Officer shall inform the same to the competent authority for direction of making corrections in the record-of-rights manually and in that case, the provisions of sub-rule (1). sub-rule (2) and sub-rule (3). shall, *mutatis mutandis,* apply for maintaining up-to-date village reeord-of- rights.

(1D) The provisions of electronically change of the record-of-rights on account of any of the causes mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 50. shall not be applicable in respect of-

(a) land retained under clause (g) of sub-section (1) of section 6 of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953 (West Ben. Act 1 of 1954);

(b) plot of land held by a *raiyat* belonging to a Scheduled Tribe and transfer of which is restricted under section I4C:

(c) plot of land settled by State Government under section 49;

(d) plot of land under *thika* tenant as defined in clause (14) of section 2 of the West Bengal *Thika* Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001 (West Beg., XXXII of 2001);

(e) plot of land held by minor;

(f) plot of land held by legal heir;

(g) plot of land held in the name of *debottar* or pirottar;

(h) plot of land allotted to agricultural labourers, artisans or fishermen under the West Bengal Acquisition of Homestead land for Agricultural Labourers, Artisans and Fishermen Act, 1975;

(i) any flat on any plot of land.

(1E) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, on receipt of an electronically transmitted intimation on registration under sub-rule (1), has found any discrepancy or non-matching of party, or where such Revenue Officer, after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, have received objection, if any, such Revenue Officer shall not make necessary corrections in the record-of-rights electronically and the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall, *mutatis mutandis,* apply for maintaing up-to-date village record-of-rights manually''.

By order of the Governor,
MANOJ PANT
Land Reforms Commissioner &
Pr. Secy. to the Government of West Bengal

Draft Amendmentটি দেখে সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের সাথে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটির মনে হয়েছিল যে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট আছে এবং সেগুলি নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। যে কোন Draft Amendment-এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে objection বা Suggestion দেওয়ার একটা সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রেও Draft Amendment Publication-এর ১৫ দিনের মধ্যে সংগঠনের সামনে যুক্তিগ্রাহ্য suggestion সম্বলিত একটি পত্রের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ ছিল। যে অসঙ্গতিগুলি আমাদের সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেগুলি হল—

- Sub-rule (1c)-তে 'unavoidable Circumstance' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই 'unavoidable circumstances'-এর কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।
- Sub-rule (1c)-তে 'competent authority'-কে inform করার কথা বলা আছে, কিন্তু কে সেই competent authority, তা পরিষ্কার নয়।
- Sub-rule (1D)-তে কতকগুলি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, যেখানে 'provision of electronically change of record of rights' applicable হবে না বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষত sub-rule (1A)-তে mutation or record correction allow করতে গেলে Reveneu officer-কে কার্যত সার্টিফাই করতে হচ্ছে sub-rule (1D)-তে বর্ণিত clause(a) থেকে (i) অবধি কোনটিই উক্ত muntation proceeding-এ জড়িত নয়। সেখানে আমাদের মনে হয়েছে—
  - প্রচলিত রেকর্ড ও সিস্টেমে 'minor' বোঝার কোন উপায় নেই, যেহেতু এ সংক্রান্ত flagging-এর নির্দেশ ছিল না।
  - Legal heir নিয়েও কোন flagging-এর নির্দেশ ছিল না।
  - 'flat' সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান CLR কোন আলোকপাত করে না।

যেখানে Section 49 বলা আছে, তা আরো বিস্তারিতভাবে Section 49 of the WBLR Act বলা উচিত।

- এছাড়াও আমাদের মনে হয়েছে যে Possession verification-এর কোন clause যখন draft ammenment-এ রাখাই হয় নি, তখন Legistative Intention-কে সম্মান জানিয়েই Revenue officer-কে এ সংক্রান্ত কোন অনাবশ্যক certify করার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি দেওয়া উচিত।
- পরিশেষে, এটাও আমাদের মনে হয়েছে যে Registration Authority, যিনি কিনা intimating authority হিসাবেও ভূমিকা পালন করবেন, তার দ্বারা যদি sub-rule (1D)-তে বর্ণিত কোন non-applicability clause-এর যথাযথ পালন না হয়, তবে তার জন্য যেন Revenue officer-কে দায়ী না করা হয়।

এই সকল suggestion সম্বলিত একটি পত্র সমিতির পক্ষ থেকে গত ১৪.১.২০১৯ তারিখে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই Principal Secretary to the Govt. of West Bengal and Land Reforms Commissioner, Land & Land Reforms Department-কে প্রদান করা হয়, প্রতিলিপি দেওয়া হয় DLR&S and Jt. LRC, West Bengal-কে; প্রিয় 'আলো' সংগঠনের সেই পত্রটি, যার Memo No. 01/ALLO/19 Daed 10/1/2019, সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল—

ASSOCIATION OF LAND & LAND REFORMS OFFICERS, WEST BENGAL

Memo No. 01/ALLO/19 Dated:- 10:01/2019

To

The Principal Secretary to the Govt. of West Bengal
Land Reforms Commissioner,
Land and Land Reforms & Refugee, Relief and Rehabition Department
Nabanna, Howrah

Sub : **Suggestion with respect to Notification no–4202-LP dt. 31/12/18**

Sir,

Our association would like to put forward along with specific suggestions regarding the amendment of Rule 21 of W.B.L.R Rules 1965 as envisaged in the subect under reference. As we have perceived, two categories of matched and mismatched intimations will be electronicaly transmitted from Land registration authorities for immediate time bound updation or Record of Rigts.

Appreciating the steps of the Government to meet the aspiration of the generai public who aspires to get their name recorded in the R O R's immediately after transfer of plot(s) of Land in the State, we extend our cooperation to fulfill such commitments.

We also find that certain non-applicability clauses have been mentioned in **ID(a-i)** of the Draft Notification. We like to opine as follows keeping in mind that certain issues could not be flagged in the computerized land record (CLR) and can not be accessible by Revenue Officer in eBhuchitra.

ID (e)...minor	The matter has not been flagged hence incomprehensive.
ID (f) ...held by legal heir	Not flagged hence incomprehensive.
ID (i)... any flat	Cannot be understood from CLR.
ID(c)... see 49	W B L R Act 1955 to be mentioned.

Apart from this, the following terms are not clear enough and as such incomprehensible **1C—**

Competent Authority: Who is the competent authority The W.B.L.R Act 55 may need amendment. **1C—**

Unavoidable Circumstances: What are the circumstances?

Further, we would like to state that there is no scope of physical verification of possession. Hence, if any proceeding is contemplated, afterwards, then such clause of physical verification and satisfaction of possession of the applicant over the plot(s) of Land may kindly done away with.

The Revenue Officer acting on good faith should not be held responsible for any act of non consideration of the non applicability clauses by the intimating / registration authrities.

These are the simple issue submitted for your kind conseration on behalf of our association with rspect to the Draft Notification.

Yours faithfully
Sd/-Chanchal Samajdar
General Secretary

Memo No. 01/ALLO/19

Copy to the Director of Land Records and Survey and Jt. Land Reforms Commissioner for kind information and necessary action.

এরপর গত 4/2/2019 তারিখে Rule-21-এর Final amendent প্রকাশিত হয় Notification No. 263-LP Dated 4/2/2019 মূলে। এতে দেখা যাচ্ছে যে Secion 49-এর পরে West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Beng. Act × of 1956) কথাটি যোগ হয়েছে Sub-rule (1D)-তে। Sub-rule (1D)-তে 'minor' কথাটি আমাদের suggestion-এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে clause(e)-তে খাসমহল ল্যান্ডকে non-applicabilty-র আওতায় আনা হয়েছে। 'Flat'-এর বিষয়টিও আমাদের দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও sub-rule (1c)-তে 'unavoidable circumstances' বা 'competent authority-র' কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হল না final amendment-এ।

Rule-21 এর Final Amendment, যেটি Notification No. 323-LP Dated 4.2.2019 দ্বারা প্রকাশিত হল, সেটি এখানে দেওয়া হল—

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary
Published by Authority

PAUSA10] MONDAY, DECEMBER 3 1, 2018 [SAKA 1940

PART 1—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Land & Land Reforms & R.R. & R Department
Land Policy Branch
Nabanna (6th Floor)
325, Sarat Chatterjee Road, P.O.-Shibpur, Howrah-711 102

NOTIFICATION

No. 363-LP Darted 4/02/2019–Whereas the draft of amendments was published as required by sub-section (1) of section 60 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Beg. Act X of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) *vide* Notification No.4202-LP, dated the 31st December, 2018, in the *Kolkata Gazettee, Extraordinary,* Part I dated the 31st day of December, 2018, inviting objections andsuggestions from all persons likely to be affected thereby, within fifteen days from the date of its publication;

And whereas objections and suggestions so received have been considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 60 of the said Act the Governor is pleased hereby to make, with immediate effect, the following amendments in the West Bengal Land Reforms Rules, 1 965, as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules), namely :-

Amendments

In rule 21 of the said rules,-

(1) in sub-rule (1), for the words "brought to the notice", *substitute* the words "brought to the notice either by electronically transmitted information on registration or by manually";

(2) after sub-rule (1), *insert* the following sub-rules:-

"(1A) Unless otherwise provided in this rule, the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, shall, on receipt of an electronically transmitted intimation on registration under sub-rule (1) and after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, subject to the conditions that no objection has been received by such Revenue Officer within the specified period and all other conditions are fulfilled, and after the corrections have been so made, the Revenue Officer shall inform the parties concerned electronically:

Provided that where the proposed seller is the recorded *raiyat,* the Revenue Officer especially so empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, shall, without giving any notice in the website to all concerned for raising any objection under this sub-rule, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, on receipt of an electronically transmitted intimation of registration and subject to the payment of requisite fee for such corrections in the record-of-rights.

(1B) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, has made necessary corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (I A), the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall be deemed to have been complied with.

(1C) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights. is unable to make necessary' corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (1A) due to unavoidable circumstances, such Revenue Officer shall inform the same to the competent authority for direction of making corrections in the record-of-rights manually and in that case, the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall, *mutatis mutandis,* apply for maintaining up-to-date village reeord-of- rights.

(1D) The provisions of electronically change of the record-of-rights on account of any of the causes mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 50. shall not be applicable in respect of-

(a) land retained under clause (g) of sub-section (1) of section 6 of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953 (West Ben. Act 1 of 1954); and sub-section (2) of section 4B of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Ben. Act X of 1956);

(b) plot of land held by a *raiyat* belonging to a Scheduled Tribe and transfer of which is restricted under section I4C:

(c) plot of land settled by the State Government under section 49 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Ben. Act X of 1956);

(d) plot of land under *thika* tenant as defined in clause (14) of section 2 of the West

Bengal *Thika* Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001 (West Beg., XXXII of 2001);

(e) Khasmahal land unless specified otherwise;

(f) plot of land held by legal heir;

(g) plot of land held in the name of *debottar* or pirottar;

(h) plot of land allotted to agricultural labourers, artisans or fishermen under the West Bengal Acquisition of Homestead land for Agricultural Labourers, Artisans and Fishermen Act, 1975 (West Ben. Act XLVII of 1975);

(1E) Where the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, on receipt of an electronically transmitted intimation on registration under sub-rule (1), has found any discrepancy or non-matching of party, or where such Revenue Officer, after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, have received objection, if any, such Revenue Officer shall not make necessary corrections in the record-of-rights electronically and the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall, *mutatis mutandis,* apply for maintaing up-to-date village record-of-rights manually''.

By order of the Governor,

MANOJ PANT
Land Reforms Commissioner &
Pr. Secy. to the Government of West Bengal

প্রাথমিকভাবে আমরা একটি বিষয়ে একমত যে, কোন Departmental circular বা order-এর মাধ্যমে মূল Act বা Rule-এর থেকে সরে এসে দৈনন্দিন কোন ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করার থেকে মূল Ruleটি সংশোধিত হওয়া অনেকাংশে ভালো। সেক্ষেত্রে কাজটি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন Rule-এ বলা হল নোটিশ দেওয়া বাধ্যাতামূলক, অথচ দ্রুত কাজ তোলার তাগিদে Departmental circular জারি করে বলা হল নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন নেই, এই পরস্পরবিরোধী অবস্থানের থেকে Legistature যদি স্থির করেন যে সত্যিই কিছু ক্ষেত্রে নোটিশের প্রয়োজন নেই এবং সেই মর্মে সেই rule-টি সংশোধিত হয়, তাহলে আধিকারিকরা অন্তত বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারবেন। একই সাথে নূতন Rule-এর দ্বারা কাজ করার ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা অসুবিধা ঘটছে, কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে তাও অদূর ভবিষ্যতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত একটি বিষয় আমাদের সকলেরই মাথায় রাখা প্রয়োজন যে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই পূর্বে যে NLRMP বা National Land Records Modernization Programme চলছিল, তার 'Objective' বা উদ্দেশ্যতেই বলা ছিল ''a single window to handle land records (including the maintenance and updating of textual records, maps, survey and settlement operations and registration of immovable property).

বর্তমানেও যে Digital India Land Records Modernization Programme বা DILRMP চলছে, তাতেও objective একই। তাই এই DILRMP-র আলোকে যদি Rule-21-এর amendment-এর বিষয়টি দেখা হয়, তবে হয়ত এর প্রাসঙ্গিকতা আরো বেশি করে বোঝা যাবে।

জেলা-সংবাদ

উঃ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে পারিবারিক 'মিলন মেলা'

বিগত ১২ই জানুয়ারি, শনিবার অ্যাসোশিয়েশন অব্ ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় একটি মিলনমেলা আয়োজিত হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটির লোহাঘাট পার্কের মনোরম পরিবেশে এই মিলনমেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয় সমিতির সদস্য-সদস্যাসহ তাদের পরিবার-এর মানুষজন এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ছিল শতাধিক।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার সকল সদস্যদের তাদের পরিবার-পরিজন সহ এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান রাখা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি এই কর্মসূচীকে শুধুমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সদস্যদের মধ্যেই সীমিত রাখে নি, পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্যদের কাছেও পরিবার সহ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আহ্বান রাখেন। কোনও এক সময়ে এই জেলায় কর্মরত কিন্তু বর্তমানে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়া সদস্যদেরকেও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এককথায়, অত্যন্ত সুচারু এবং সুনিপুণভাবে মিলনমেলা আয়োজনের প্রস্তুতিপর্ব সারা হয়। জেলাকমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছেও এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

১২ই জানুয়ারী সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলতে থাকে। প্রিয় সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের মানুষজনের সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সাংগঠনিক একটি কর্মসূচী অচিরেই একটি পারিবারিক মিলন মেলায় পর্যবসিত হয়। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মিলনমেলা কলকাকলি মুখরিত হয়ে ওঠে। গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে মিলনমেলাটি ক্রমশই মনোজ্ঞ এবং উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সমগ্র কর্মসূচীটি এত আন্তরিক এবং মরমী ছিল যে, একসময় সদস্যদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান ফি-বছর আয়োজন করার আবেদন রাখা হয়।

প্রতিবেদক : সৌরভ চ্যাটার্জী

স্মরণ

মৃণাল সেন

(১৯২৩-২০১৮)

"চারদশক ধরে তিনি অনেকগুলি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। বেশির ভাগই উত্তীর্ণ, সাফল্যের মুকুট ও এনেছে দেশ-বিদেশ থেকে। চলচ্চিত্রে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে সৌন্দর্যময়তার যোগ, এই নিয়ে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছিল। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

সত্তরের দশকের শুরুতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে তিনি বুঝতে সাহায্য করেছেন দেশ-বিদেশের মানুষকে। মৃণাল সেন ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স এমনকি সূদুর চিলির পরিচালকদের সঙ্গেও ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। ভাবনাচিন্তায় তিনি ছিলেন দেশীয়, কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদী মুক্ত মনের মানুষ। চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন অবশ্যই বামপন্থী ছিলেন। বিশ্বাসে, জীবনযাপনে শেষদিন পর্যন্ত তিনি বামপন্থী ছিলেন। বহুবার তাই কলকাতার রাস্তায় তাঁকে পেয়েছি পায়ে পায়ে মানুষের মিছিলে। চলচ্চিত্রকার হিসাবে তাঁর জীবনবীক্ষার শিকড়ে ছিল বামপন্থা।"

— **বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য**

"মৃণাল সেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তী। বরাবরই ওঁর একটা বক্তব্য ছিল জীবন সম্পর্কে, সেটাই নানা ভাবে দেখা দিয়েছে ওঁর ছবিতে। এই যে জীবনবোধ, বিশ্বদৃষ্টি, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। অতএব তাঁর এই চলে যাওয়াটা কেবল বাংলা নয়, ভারতীয় সিনেমায় মহীরুহ পতন।"

— **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**

স্মরণ

প্রবীণ বামপন্থী নেতা রাজ্যের প্রাক্তন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী **নিরুপম সেন** গত ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। ৭২ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটল। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর তিনি গুরুতর অসুস্থতার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংপৃক্ত থাকতে পারছিলেন না। জীবনের শেষ কয়েকদিন সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত হন। বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যবর্তিতায় নিরূপম সেন রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেন গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। বর্ধমান জেলা, রাজ্য কমিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে হন ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। ২০০১ এবং ২০০৬ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ও পরে বিদ্যুৎমন্ত্রী রূপে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের পথ নির্ধারণে, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত নীতি প্রস্তুতিতে তিনি নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা প্রতিপালন করেছিলেন। গত দু-তিন দশকের মধ্যে রচিত তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' 'বিকল্পের সন্ধানে', 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও ভারতের সার্বভৌমত্ব', 'প্রসঙ্গ মতাদর্শ'—গভীর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিচয় তুলে ধরে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জীবনাবসান ঘটলো কবি **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**-র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর কিন্তু বার্ধক্য তাঁর সৃজনশীলতার প্রবাহে ছেদ ঘটাতে পারেনি। কবিতা, ছড়া লেখার পাশাপাশি গদ্যরচনা, অনুবাদ, ভাষাচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থ সমালোচনা, সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা বিভাগে আজীবন নিজের কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন তিনি। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সাংবাদিক হিসেবে। প্রত্যহ, মাতৃভূমি, অ্যাডভান্স, ভারত, কিশোর, সত্যযুগ ইত্যাদি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৫১ সালে আনন্দবাজারে যোগ দেন নীরেন্দ্রনাথ। তিন বছর বাদে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন'। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে 'অন্ধকার বারান্দা', 'নীরক্ত করবী', 'পাগলা ঘন্টি', 'ঘর দুয়ার', 'সময় বড়ো কম', 'সত্য সেলুকাস' ইত্যাদি অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ। নীরেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—'আমি চারপাশের মানুষ দেখি, তাদের জগৎ-সংসার ও জীবন দেখি। এভাবেই আমার কাব্যভাষা তৈরি হয়েছে'।' তাঁর 'কলকাতার যিশু', 'উলঙ্গ রাজা', 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল'-র মতো বহু অনবদ্য কবিতা আজো লোকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবিতার ক্লাস', 'কবিতার কী ও কেন' পাঠকমহলে আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস—'পিতৃপুরুষ' এবং পরিণত বয়সে রচিত আত্মকথন 'নীর বিন্দু'-ও বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—

- প্রবীণ সংগীতশিল্পী **দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়**
- প্রখ্যাত সুরবাহার শিল্পী **অন্নপূর্ণা দেবী**
- 'স্পাইডারম্যান-এর স্রষ্টা **স্ট্যান লি**
- ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী **ইমারত খান**
- প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক **ফাহমিদা রিয়াজ**
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট **জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ**
- বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক **মুশিরুল হাসান**
- শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ও মার্গ সংগীতের বিশিষ্ট শিক্ষক **অরুণ ভাদুড়ী**
- বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**
- কবি ও মননশীল কথাসাহিত্যিক **দিব্যেন্দু পালিত**
- জনপ্রিয় বাঙালী-কবি **পিনাকী ঠাকুর**
- প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী **জর্জ ফার্নান্ডেজ**
- বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রবন্ধকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব **ড. অশ্রুকুমার সিকদার**
- রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী **যোগেশ বর্মন**
- ইংলন্ডের কিংবদন্তী গোলরক্ষক **গর্ডন ব্যাঙ্কস** সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী ব্যক্তিবর্গের।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ড, পথ-দুর্ঘটনার বলি হয়ে এই কালপর্বে দেশে-বিদেশে অগণিত মানুষ অকালপ্রয়াত হয়েছেন।

সম্প্রতি কাশ্মীরের পুলওয়োমায় ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ান। এই কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে বীর জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

—প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।—